ব্রিটেনের নতুন লর্ড চ্যান্সেলর হলেন শাবানা মাহমুদ

সারে-জমিন

পিটিয়ে খুন ইরশাদের বাড়িতে নওশাদ

রূপসী বাংলা

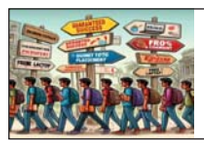

পশ্চিমী দেশগুলিতে ভারতের মতো কোচিং-এর ব্যবসা নেই

সম্পাদকীয়

রাহুল এখন পরিণত নেতা: অমর্ত্য সেন

সাধারণ

ওয়ার্নারের দরজা বন্ধ করে দিলেন বেইলি

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বুধবার
১৭ জুলাই, ২০২৪
৩ শ্রাবণ ১৪৩১
১০ মুহাররম, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 192 ■ Daily APONZONE ■ 17 July 2024 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

মানহানিকর মন্তব্য করবেন না, মমতাকে বার্তা কোর্টের

আপনজন ডেস্ক: রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে ১৪ আগস্ট পর্যন্ত অন্তর্বর্তী নির্দেশে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ তিনজনকে কোনও মানহানিকর বা ভুল মন্তব্য না করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূলের নবনির্বাচিত দুই বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রেয়াত হোসেন সরকার এবং দলের নেতা কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রাজভবনে কথিত ঘটনার বিষয়ে তাদের আর কোনও মন্তব্য করা থেকে বিরত রাখার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের জন্যও প্রার্থনা করেন তিনি। দুই নতুন বিধায়কের শপথ গ্রহণ নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু মন্তব্য করেছিলেন, যা নিয়ে রাজ্যপাল হাইকোর্টে মানহানির মামলা দায়ের করেছিলেন।

সেই মামলায় বিচারপতি কৃষ্ণা রাও বলেন, আদালতের পর্যবেক্ষণ, মামলাকারীর দাবি অনুযায়ী, তাঁর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে বেশ কিছু মন্তব্যে। ওই রকম মন্তব্য থেকে বিরত থাকা উচিত।

পিএম কেয়ারসে অর্ধেকের বেশি অনাথের আর্জি বাতিল কেন্দ্রের

আপনজন ডেস্ক: কোভিড-১৯ -এর ফলে অনাথ শিশুদের পিএম কেয়ারস ফর চিলড্রেন প্রকল্পে অর্ধেকেরও বেশি আবেদন কোনও কারণ ছাড়াই বাতিল করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রক ৩৩টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৬১৩টি জেলা থেকে ৯,৩৩১টি আবেদন পেয়েছে। তবে ৩২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৫৫৮টি জেলা থেকে মাত্র ৪,৫৩২টি আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। মন্ত্রকের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ৪,৭৮১টি আবেদন বাতিল করা হয়েছে, ১৮টি অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে, তবে বাতিলের পিছনে কারণ উল্লেখ করা হয়নি।

২০২১ সালের ২৯ মে ভারতে কোভিড-১৯ এর কারণে চালু হওয়া পিএম কেয়ারস ফর চিলড্রেন স্কিমের লক্ষ্য ছিল ১১ মার্চ, ২০২০ থেকে ৫ মে, ২০২৩ এর মধ্যে মহামারীতে বাবা-মা, আইনী অভিভাবক, দত্তক নেওয়া বাবা-মা বা জীবিত পিতামাতাকে হারানো শিশুদের সহায়তা করা। রাজ্যগুলির মধ্যে রাজস্থান, মহারাষ্ট্র এবং উত্তরপ্রদেশে যথাক্রমে ১,৫৫৩, ১,৫১১ এবং ১,০০৭ টি

আবেদন জমা পড়েছে।

এই রাজ্যগুলিতে অনুমোদনের হার মহারাষ্ট্র থেকে ৮৫৫টি, রাজস্থান থেকে ২১০ জন এবং উত্তরপ্রদেশ থেকে ৪৬৭ জন। আধিকারিকরা জানিয়েছেন যে এই প্রকল্পটি চালু হওয়ার এক বছর পরে, মন্ত্রক ৩৩ টি রাজ্য এবং ৬১১ টি জেলা থেকে ৯,০৪২ টি আবেদন পেয়েছে, যার মধ্যে ২০২২ সালে ৪,৩৪৫ টি আবেদন অনুমোদিত হয়েছিল। গত বছর সংসদে প্রাক্তন নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি বলেছিলেন, কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে বাবা-মা উভয়কেই হারানো ৪০০০ এরও বেশি শিশুকে প্রধানমন্ত্রীর কেয়ার প্রকল্পের আওতায় সহায়তা করা হচ্ছে। গত বছর অগাস্টে লোকসভায় মন্ত্রী জানিয়েছিলেন, এই প্রকল্পে যে ৪,৪১৮ জন শিশুকে সাহায্য করা হচ্ছে, তার মধ্যে ৮৩৬ জনই মহারাষ্ট্রের।

মুসলিম পুলিশ দাড়ি রাখলে শাস্তি নয়: মাদ্রাজ হাইকোর্ট

আপনজন ডেস্ক: জি আবদুল খাদার ইব্রাহিম বনাম পুলিশ কমিশনার ও অন্যান্য মামলায় মাদ্রাজ হাইকোর্ট সম্প্রতি রায় দিয়েছে যে ১৯৫৭ সালের মাদ্রাজ পুলিশ গেজেট অনুসারে, তামিলনাড়ুর মুসলিম পুলিশ কর্মীদের কর্তব্যরত অবস্থায়ও দাড়ি ছাঁটা এবং পরিপাটি দাড়ি রাখার অনুমতি দেওয়া হয়। বিচারপতি এল ভিক্টোরিয়া গৌরি বলেন, ভারত বিভিন্ন ধর্ম ও রীতিনীতির দেশ এবং পুলিশ বিভাগ তার মুসলিম পুলিশ কর্মচারীদের তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী দাড়ি রাখার জন্য শাস্তি দিতে পারে না। তামিলনাড়ু সরকারের পুলিশ বিভাগ কঠোর শৃঙ্খলার দাবি করলেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পুলিশ কর্মচারীরা তাদের নবী মুহাম্মদ সা.-এর আদেশ অনুসরণ করে সারা জীবন দাড়ি রাখলে তা শাস্তিযোগ্য নয়। মক্কা থেকে ফেরার পর দাড়ি নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সামনে হাজির হওয়ার শাস্তি পাওয়া এক পুলিশ কনস্টেবলের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেওয়া হয়।২০১৮ সালে ওই কনস্টেবলকে ৩১ দিনের ছুটি দেওয়া হয়েছিল মক্কায় হজযাত্রার জন্য। দেশে ফেরার পর পায়ে ইনফেকশন দেখা দেওয়ায় ছুটির মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন করেন তিনি। একজন সহকারী কমিশনার তাকে বর্ধিত ছুটি দিতে অস্বীকার

করেছিলেন এবং পরিবর্তে দাড়িওয়ালা কনস্টেবলকে তার চেহারা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন।

২০১৯ সালে, ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ (ডিসিপি) কনস্টেবলের দাড়ি রাখার বিষয়ে একটি আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা দাবি করেছিলেন, যা মাদ্রাজ পুলিশ গেজেটের আদেশের বিরুদ্ধে বলে মনে করা হয়েছিল। অবশেষে ওই কনস্টেবলের বিরুদ্ধে দুটি অভিযোগ গঠন করা হয়- একটি দাড়ি রাখার জন্য এবং অন্যটি ৩১ দিনের ছুটির পর ডিউটিতে ফিরে না আসা এবং প্রায় ২০ দিনের জন্য চিকিৎসার ছুটি চাওয়ার জন্য। ২০২১ সালে ডিসিপি নির্দেশ দেন, ওই কনস্টেবলের ইনক্রিমেন্ট তিন বছরের জন্য বন্ধ রাখতে হবে। কনস্টেবল পুলিশ কমিশনারের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করেছিলেন, যিনি সাজা সংশোধন করে দুই বছরের জন্য ইনক্রিমেন্ট স্থগিত করেছিলেন। কনস্টেবল এটিকে হাইকোর্টের সামনে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন যা তাকে ৫ জুন স্বস্তি দিয়েছে। কমিশনারের দণ্ডবিধি বাতিল করেছে।

বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ গোলাম আহমাদ মোর্তজা সাহেব রহ. প্রতিষ্ঠিত

মামূন ন্যাশনাল স্কুল

বয়েজ ক্যাম্পাস : মেমারি, পূর্ব বর্ধমান
গার্লস ক্যাম্পাস : শ্যামসুন্দরপুর (পানাগড়), পূর্ব বর্ধমান
পান্ডুয়া রেলস্টেশন, হুগলি

মহিলা আবাসিক শিক্ষিকার প্রয়োজন

মাধ্যমিক স্তরে
জীবন বিজ্ঞান (অনার্স গ্রাজুয়েট)
(এম.এস.সি. বা বি.এড থাকলে ভালো)

উচ্চমাধ্যমিক স্তরে
শিক্ষাবিজ্ঞান (এডুকেশন) অনার্স গ্রাজুয়েট
(মাস্টার্স ডিগ্রি বা বি.এড থাকলে ভালো)

সাম্মানিক : যোগ্যতা অনুযায়ী (ইন্টারভিউ এর পরে)

ছবি সহ CV এবং সমস্ত মার্কশীট
১০ দিনের মধ্যে ই-মেল বা হোয়াটস্যাপ করুন

E-mail : mamoonschool@gmail.com
Whatsapp : 80 16 64 13 23

Postal Address : Memari Ward No. 6
P.O. & P.S. : Memari, Pin : 713146, Purba Bardhaman

হার্ট ও ব্রেনের চিকিৎসা সহ সমস্ত রোগের সুচিকিৎসার ঠিকানা

ASHSHEEFA HOSPITAL
আশ শিফা হসপিটাল

সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা

প্রান্তিক জেলায় স্বল্পমূল্যে ICCU এবং ১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটাল

GNM
(3 Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত
HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

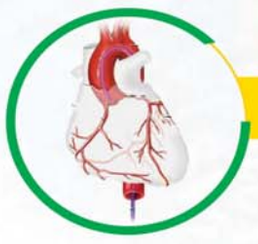

অ্যাঞ্জিওগ্রাম

অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি

বেলুন সার্জারী

পেশমেকার

ডিরেক্টর
ডা. মো. ফারুকউদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card

9123721642/9836001515

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহণযোগ্য

প্রথম নজর

মিড-ডে-মিল পরিদর্শনে বিডিও

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: উলুবেড়িয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্লাসের পরিকাঠামোর পাশাপাশি মিড-ডে-মিল পরিদর্শন করলেন বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক।মঙ্গলবার উলুবেড়িয়া-১নং ব্লকের হাটগাছা নিশ্চিন্তপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড-ডে-মিল পরিদর্শন করেন বিডিও।ওই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মিড-ডে-মিল সম্বন্ধে বিস্তারিত খোঁজ খবর নেন তিনি।এদিন তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদানও করলেন। এমনকি ছাত্রছাত্রীদের সাথে বসে গল্প করতে করতে মিড-ডে-মিল সারেন তিনি।বিডিও জানান,"স্কুলের মিড-ডে-মিল পরিকাঠামো যথেষ্টই ভালো এবং চারিদিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।এছাড়াও ক্লাস রুমের যথেষ্টই প্রশংসা করেন বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক।বিডিওর সঙ্গে ছিলেন ব্লকের আধিকারিক অমরনাথ গুড়িয়া সহ বিদ্যালয়ের অনান্য শিক্ষক।

স্কুল ছাত্রীর মৃত্যুকে ঘিরে উত্তপ্ত জয়নগর

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: এক নাবালিকা স্কুল ছাত্রীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল জয়নগর।পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী।ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার বিকালে জয়নগর থানার বামুনগাছি পঞ্চায়েতের বেলপুকুর মাঠ এলাকায়। এদিন স্থানীয় ক্লাস সেভেন এর এক ছাত্রী স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময় বেপরোয়া মোটরসাইকেলের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে সে। আর তার পরেই উত্তেজিত জনতা মোটর সাইকেল টি পুড়িয়ে দেয় এবং মৃতদেহ রাস্তায় আটকে রেখে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় গ্রামবাসীরা। জয়নগর ও বারুইপুর থানা থেকে বিশাল পুলিশবাহিনী এলাকায় গিয়ে পৌঁছায়।পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনতে পুলিশ লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটিয়ে উত্তেজিত জনতাকে ছত্ত ভঙ্গ করে দেয়।এদিকে এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

নিপ্রম-এর স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কোচবিহার

আপনজন: ন্যায় বিচারের লক্ষে আবু সিদ্দিক হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত আসামীদের আবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবিতে কোচবিহার জেলা শাসকের মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দিল নিরপেক্ষ প্রতিবাদী মঞ্চ (নিপ্রম)-এর এক প্রতিনিধি দল। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঢোলাহাট থানার সাব ইন্সপেক্টর রাজদীপ সরকারের বিরুদ্ধে থানা লকআপে নির্মম অত্যাচার চালিয়ে লক্ষাধিক টাকা আবু সিদ্দিকের পরিবারের কাছ থেকে নেওয়ার অভিযোগ ওঠেছে। এই সংগঠনের অভিযোগ সেই ঘটনায় ন্যূনতম ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হয়নি দোষী পুলিশের বিরুদ্ধে, যা নিরপেক্ষতার জন্য হতাশার। এছাড়া কলকাতার বৌবাজারে উদয়ন হস্টেলের মধ্যে মোবাইল চোর সন্দেহে এরশাদ আলম হত্যারও বিচার চান তারা।

‘সরাসরি পৌরপ্রধান’ পরিষেবা বাঁকুড়ায়

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: এবার থেকে শহরবাসীর সমস্যার সমাধান হাতের মুঠোয়, বিষ্ণুপুরবাসীর সমস্যার সমাধানের জন্য পুরসভা চালু করল একটি হেল্প লাইন নাম্বার, তার নামকরণ করা হয়েছে “সরাসরি পৌরপ্রধান”, যে সমস্ত মানুষ অবৈধ কাজকর্ম করে তারা যাতে সরাসরি পৌর প্রধানের সাথে যোগাযোগ করে তার হেল্পলাইন নাম্বার এটা কটাক্ষ বিজেপির । মন্দির নগরী শহর বিষ্ণুপুরের মানুষের সমস্যার সমাধান এখন হাতের মুঠোয় বন্দী। একটি ফোন করলেই আপনার সমস্ত সমাধান হবে নির্মুল। উন্নত নাগরিক পরিষেবা দিতে এদিন বিষ্ণুপুর পৌরসভার পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে 7432000039 এই হেল্পলাইন নাম্বার চালু করা হয়। যার নামকরণ করা হয় “সরাসরি পৌরপ্রধান”। পৌরসভার পক্ষ থেকে জানানো হয় বিষ্ণুপুর শহরের যেকোনো মানুষ কোন ধরনের সমস্যায় পড়লে যদি কেউ এই হেল্পলাইন নাম্বারে ফোন করে তার সমস্যার কথা জানাতে পারবে সরাসরি পৌর প্রধানের কাছে। এমনকি অতি দ্রুত তার সাথে সেই সমস্যার সমাধান করা হবে। পৌরসভার এই উদ্যোগকে তীব্র কটাক্ষ করেছে বিজেপি। বিষ্ণুপুর পৌরসভা ৬নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলর তথা বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক শঙ্খজিত রায় জানান আমরা পশ্চিমবঙ্গে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী দেখেছি, সরাসরি এম এল এ দেখেছি, সরাসরি মেয়র দেখেছি কোন সমস্যার সমাধান হয়নি। এটা সম্পূর্ণ গিমিক। যে সমস্ত মানুষ অবৈধ কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত তারা যাতে সরাসরি পৌর প্রধানের সাথে যোগাযোগ করতে পারে তাই এই হেল্প নাম্বার চালু করা হয়েছে। তিনি আরো জানান বিষ্ণুপুর পৌরসভার প্রত্যেকটি ওয়ার্ডের প্রতিনিধি রয়েছে, কিন্তু এইভাবে পশ্চিমবঙ্গের কোথাও সমস্যার সমাধান হয় বলে তিনি মনে করছেন না।

স্ত্রীর মৃত্যুর ভয়ে আত্মঘাতী হলেন স্বামী

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: স্বামী-স্ত্রীর পারিবারিক অশান্তির জেরে আত্মহত্যার চেষ্টা করে স্ত্রী। তার মৃত্যুর ভয়ে আগেভাগেই আত্মঘাতী হয়ে বসলেন স্বামী। ঘটনাটি বীরভূমের রামপুরহাট পৌরসভার ১৩ নাম্বার ওয়ার্ডের।জানা যায় যে, প্রায় সাত বছর আগে প্রেম করে বিয়ে করেছিলেন বিশ্বনাথ দাস ও রিম্পি দাস। তাদের এক কন্যা রয়েছে। শনিবার পারিবারিক কারনে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়ার সৃষ্টি হয়। সেই ঝগড়ার জেরে পরের দিন সকালেই স্বামীর বিরুদ্ধে রামপুরহাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেন স্ত্রী রিম্পি দাস।

অভিযোগের প্রেক্ষিতে পুলিশ বিশ্বজিৎ দাসকে থানায় ধরে নিয়ে যায়।পরক্ষণেই আবার রিম্পি দাস তার স্বামীকে রামপুরহাট থানা থেকে নিজেই ছাড়িয়ে নিয়ে আসেন। গতকাল সকালে পাশের একটি ফাঁকা বাড়িতে রিম্পি দাস গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন।সেটা দেখতে পেয়ে তড়িঘড়ি বিশ্বজিৎ দাস তার স্ত্রীকে সেখান থেকে নামিয়ে রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করেন চিকিৎসার জন্য। চিকিৎসকরা তার স্ত্রীর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলতেই একটা আতঙ্কের মধ্যে ভুগতে থাকে।সেই অবস্থায় হসপিটাল থেকে বেরিয়ে এসে নিজের বাড়িতে মোটরসাইকেল রেখে পাশের একটি পরিত্যক্ত মিলে মধ্যে গাছের ডালে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। রামপুরহাট থানার পুলিশ আত্মহত্যার খবর পেয়ে সেখানে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হসপিটালে পাঠিয়ে দেয়। অন্যদিকে আবার মৃত বিশ্বজীৎ দাসের স্ত্রী সেও গতকাল রাতে মারা যান রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। স্বামী স্ত্রী যুগলের মৃত্যুর ফলে উক্ত পরিবারের মধ্যে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

মিমের ব্লক সভাপতির তৃণমূলে যোগদান

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: মুর্শিদাবাদের জলঙ্গীর দক্ষিণ জোন ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মোশাররফ হোসেন লিলুয়ার নেতৃত্বে একুশে জুলাই এর প্রস্তুতি সভা ও যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয় জলঙ্গীর পথের সাথী প্রাঙ্গনে।প্রস্তুতি সভা শেষে মিম দল ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন মীমের জলঙ্গি ব্লক সভাপতি সামিউল আলম।

এদিনের একুশে জুলাই নিয়ে আলোচনা করেন মঞ্চে উপস্থিতি সকল নেতৃত্ব গণ।

এদিন সামিউল আলমের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন জেলা যুব সভাপতি আসিফ আহম্মেদ,ব্লক সভাপতি মাসুম আলী আহমেদ,ব্লক যুব সভাপতি মোশারফ হোসেন সহ জেলা পরিষদের সদস্য রাজ্জাক হোসেন,সাদিখান দেয়ার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মহাবুল ইসলাম সহ একাধিক ব্লক ও অঞ্চল নেতৃত্বরা। যদিও মিম ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করার বিষয়ে সামিউল আলম বলেন মিম করে সাধারণা মানুষের কোনো কাজ করতে না পেরে তৃণমূলে যোগদান করলাম, ব্লক যুব তৃণমূল সভাপতি মোশারফ হোসেন বলেন তৃণমূল কংগ্রেসের উন্নয়ন দেখে একুশে জুলাইয়ের আগেই মিম দল ছেড়ে তৃণমূলের পতাকা হাতে তুলে নেন।

পিটিয়ে খুন ইরশাদের বাড়িতে নওশাদ, পরিবারের একজনকে সরকারি চাকরি দাবি

আপনজন ডেস্ক: সম্প্রতি কলকাতার একটি ছাত্রাবাসে পিটিয়ে খন হন ইরশাদ আলম। স্রেফ চোর সন্দেহে তাঁকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলে মুচিপাড়া থানার নির্মলচন্দ্র স্ট্রিটের একটি সরকারি ছাত্রাবাসের কতিপয় আবাসিক ছাত্র। কলকাতার চাঁদনি চকের একটি টিভি মেরামতির দোকানে তিনি কাজ করতেন। থাকতেন বেলগাছিয়ার একটি একশো বর্গফুটের ভাড়াঘরে স্ত্রী ও দুটি ছোট্ট ছেলে মেয়ের সাথে। আজ এই শোকাহত পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন আইএসএফ-এর চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক মোহাঃ নওসাদ সিদ্দিকী। পরে তিনি জানান, পরিবারটি খুবই দুর্দশার মধ্যে আছে। বাচ্চা মেয়েটি পড়ে ক্লাস ফাইভে ও ছেলেটি ক্লাস ওয়ানে। তিনি পরিবারটিকে জানিয়েছেন যে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য আর্থিক সহায়তা তিনি দেবেন। পাশাপাশি তিনি পরিবারের

একজনকে সরকারী চাকরি দেওয়ার দাবী জানান। এছাড়া পরিবারটিকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের জন্যও দাবী তোলেন। এই জঘন্য হত্যাকান্ডে যারা যুক্ত তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিরও তিনি দাবী তোলেন। আর্থিক ক্ষতিপূরণ ছাড়াও যারা প্রশাসনের দায়িত্বে আছেন তারা এই ঘটনা আটকাতে যেন স্বতঃসিদ্ধ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেই বিষয়টিও দেখতে হবে বলে তিনি জানান। কোথাও কোন গাফিলতি থাকলে তাদেরও যেন জবাবদিহি করার দায় থেকে মুক্ত না রাখা হয়।প্রসঙ্গক্রমে নওসাদ সিদ্দিকী আরো বলেন, আগে বলা হত দেশের অন্যান্য রাজ্য যেমন রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশে গণপিটুনি হয়। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গও পিছিয়ে থাকছে না। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজত্বে দিনদিন এইধরণের অনভিপ্রেত ঘটনাগুলি ঘটেই চলেছে। অথচ মুখ্যমন্ত্রী এমন ভাব করছেন যেন কিছুই ঘটছে না। তিনি ক্ষোভের সঙ্গে জানান, এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী এখনও কোন বিবৃতি দেননি। পুলিশ নামকোয়াস্তে গ্রেপ্তার করে ঘটনাগুলি ধামাচাপা দিতে ব্যস্ত। আইএসএফ চেয়ারম্যান বলেছেন, বিজেপি শাসিত রাজ্যের মতন এখানেও দলিত-আদিবাসী-সংখ্যালঘুদের ওপর হিংসাশ্রয়ী আক্রমণ ঘটে চলেছে। আমরা এই ঘটনার তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি। অবিলম্বে ২০১৪ সালে সংসদে ইউপিএ সরকারের আনা Prevention of Communal and Targeted Violence (Access to Justice and Reparations) বিলটি বলবত করার জন্য রাজ্য বিধানসভায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তখন বিলটি বিজেপির বিরোধিতার কারনে সংসদে আইনে পরিনত করা যায়নি। এখানে তো বিজেপি শাসন নেই। তাই রাজ্য সরকারকে অনুরোধ বিলটি বিধানসভায় যেন পাশ করা হয় সেই বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হোক।

দীর্ঘ দুই বছর ধরে তালাবন্দি অবস্থায় শৌচালয়

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: দেয়ালে লেখা রয়েছে সর্বসাধারণের জন্য ব্যবহার্য শৌচালয়। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিলে আপনি অবশ্যই ছুটে যাবেন ওই শৌচালয়ের দিকে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় দীর্ঘ দুই বছর ধরে তালাবদ্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে ওই শৌচালয় টি। স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান ও ব্লক প্রশাসনকে একাধিকবার লিখিতভাবে জানিয়েও হয়নি কোন কাজ। এই নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে তৈরি হয়েছে ক্ষোভ। হরিশ্চন্দ্রপুরের তুলসীহাটা বাস স্ট্যান্ডের চিত্র। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হরিশ্চন্দ্রপুর থানার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বাসস্ট্যান্ড হল তুলসীহাটা বাস স্ট্যান্ড। এখান থেকে হরিশ্চন্দ্রপুর,কুশিদা,চাঁচল ও ভালুয়া যাওয়ার জন্য ছোট বড় গাড়ি পাওয়া যায়। প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রী এই বাসস্ট্যান্ডে গাড়ি

ধরতে আসেন। এই স্ট্যান্ডের ঢিল ছোড়া দূরত্বে রয়েছে, সরকারি জমি রেজিস্ট্রি অফিস,দুইটি ব্যাঙ্ক ও পুলিস ক্যাম্প।

২০১৭ সালে তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে স্ট্যান্ডে সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য একটি শৌচালয় নির্মাণ করেন। পাঁচ বছর ব্যবহারের পর শৌচালয়ের সেপটিক ট্যাঙ্ক টি ভরাট হয়ে যায়।

অভিযোগ,পরিস্কার করার অভাবে শৌচালয়টি দীর্ঘ দুই বছর ধরে তালা বন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। যদিও হরিশ্চন্দ্রপুর ১ এর বিডিও সৌমেন মন্ডল শৌচালয় টি দ্রুত পরিস্কার করে চালু করার আশ্বাস দিয়েছেন। গাড়ি চালক জাহেদুল ইকবাল ও সেখ আলমরা বলেন,স্ট্যান্ডে শৌচালয়টি বন্ধ থাকার কারণে চালক ও যাত্রীরা চরম সমস্যায় পড়েছে। হয় ঝোঁপের আড়ালে না হয় পাশে সরকারি জমি রেজিস্ট্রি অফিসের শৌচালয়ে যেত হয়। অপরদিকে শৌচালয়ের বারান্দা দুই চা দোকানী দখল করে বসে রয়েছে। আমরা প্রধানকে জানিয়েছি। কোনো গুরুত্ব দিচ্ছে না। স্থানীয় বাসিন্দা বিশ্বনাথ দাস বলেন,এতো বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ বাসস্ট্যান্ডে শৌচালয়টি দুই বছর ধরে বন্ধ। এটা একটা লজ্জাজনক বিষয়। স্থানীয় পঞ্চায়েত জেনেও চুপ রয়েছে। তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুমা খাতুন বলেন, বিষয়টি আমার নজরে আছে। আগামী সপ্তাহে সর্বদলীয় মিটিং ডাকা হয়েছে। দ্রুত পরিষ্কার করে তালা খুলে দেওয়া হবে।

সারা রাত মিলবে ওষুধ, ক্যানিংয়ে নতুন পরিষেবার উদ্যোগ বিধায়কের

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার ক্যানিং। ক্যানিং শহরেই রয়েছে মহকুমা হাসপাতাল। যেখানে প্রতিদিনই গোসাবা, বাসন্তী, ক্যানিং সহ সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকার হাজার হাজার মানুষজন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসেন।প্রতিনিয়ত রাতের বেলায় রোগী ও রোগীর পরিবার পরিজনদের কে সমস্যায় পড়তে হয়।অভিযোগ ওষুধপত্র কিনতে সমস্যা হয়। রাতের দিকে কোন ওষুধ দোকান খোলা থাকে না। এমনকি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের মধ্যে রয়েছে ন্যায মূল্যের ওষুধ দোকান। ২৪ ঘন্টা খোলা থাকে ঠিকই।কিন্তু অনেক সময় সমস্ত ধরনের ওষুধ পাওয়া যায় না। রোগীর আত্মীয়দের অভিযোগ অনেক সময় সমস্ত ওষুধ পাওয়া যায় না, তাছাড়া হাসপাতালের বাইরে রাত দশটার

পর কোন ওষুধের দোকান খোলা থাকে না। ফলে রাতে চরম সমস্যায় পড়তে হয় রোগী ও রোগীর আত্মীয়দের কে।এমন সমস্য চলছিল দীর্ঘদিন।খবর পৌঁছায় ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাসের কাছে।অবশেষে বিধায়কের উদ্যোগে দীর্ঘ সমস্যার জট কাটলো।রোগী ও রোগীর আত্মীয়রা খুশি হলেন। জানা গিয়েছে বিধায়ক নিজেই উদ্যোগ গ্রহন করে ক্যানিং শহরের বুকে সমস্ত ওষুধ দোকানের মালিকদের নিয়ে বৈঠক করেছেন। বৈঠকে বিধায়কের অনুরোধে রাতে ওষুধ দোকান খোলা রাখতে রাজী হয়েছেন তাঁরা।তবে কবে কোন কোন ওষুধের দোকান খোলা থাকবে তাও জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে নির্দিষ্ট ভাবে জানিয়েছেন বিধায়ক। ফলে রাতে আর সমস্যায় পড়তে হবে না ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের রোগী ও রোগীর পরিবার পরিজনদেরকে।

নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা তৈরির অভিযোগে কাজ রুখলেন বাসিন্দারা

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদীয়া নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা তৈরির অভিযোগ,সরব বাসিন্দারা।রাস্তার কাজে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ঠিকাদার সংস্থার বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। নদীয়া জেলার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী পিঁপড়া গাছি গ্রাম পঞ্চায়েত পদ্মামালা গ্রামে এগারোমাইল পর্যন্ত পাকা রাস্তার মেরামতি কাজ শুরু হয়েছে। গতকয়েকদিন ধরে রাস্তা মেরামত কাজ করছে ঠিকাদার সংস্থা এলাকার বাসিন্দা সাইনিউল মণ্ডল দাবি,সুবিধার্থে কিছুদিন আগেই কাজ শুরু হয়েছে।আর তারই মাঝে মঙ্গলবার স্থানীয় বাসিন্দারা নিম্নমানের কাজের অভিযোগ তুলে বিক্ষোভে শামিল হন।নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা তৈরির

অভিযোগ,সরব বাসিন্দারা।চাপড়া থানার পিঁপড়া গাছি গ্রাম পঞ্চায়েত পদ্মামালা গ্রামে প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনা কাছ করছিল সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার সংস্থার গ্রামের বাসিন্দারা কাজ বন্ধ করে দিল স্থানীয়দের দাবি, শিডিউল অনুযায়ী নিয়ম মেনে কাজ করলে তবেই এলাকায় কাজ হবে। নাহলে কাজ বন্ধ থাকবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।রাস্তায় জল কাঁদার উপর দিয়ে পিচ করে দিচ্ছ সেই পিচ হাতে দিয়ে তোলা যাচ্ছে।সারধন মানুষের চালাফেরা জন্য সরকার রাস্তা মেরামত কার জন্য টাকা বরাদ্দ করছে। কিন্তু ঠিকাদারা রাস্তা খুব নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তার কাজ করছে। সঠিক ভাবে রাস্তার কাজ করতে হবে।তার পরে রাস্তার কাজ শুরু করে হবে।

খসড়া মহরমে তরোয়াল ছুটে গিয়ে বিঁধল বুকে

রাজু আনসারী, ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: মহরমের আগের দিনেই ঘটে গেলো মর্মান্তিক ঘটনা। মহরমের প্রস্তুতি নিতে তরোয়াল খেলার সময় তরোয়াল ছুটে গিয়ে বুকে বিধলো এক নাবালকের। ঘটনায় মৃত্যু হয় ওই নাবলকের। মঙ্গলবার দুপুরে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের সুতি থানার জগতাই গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিকারীপাড়া এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ওই নাবালকের নাম অসিকূল সেখ(১৩)। তার বাড়ি সামশেরগঞ্জ থানার নিমতিতা গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্গাপুরে। পুলিশ মৃত দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে জন্য জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতাল পাঠায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার দুপুরে মহরমের জন্য তরোয়াল খেলার প্রস্তুতি চলছিল মুর্শিদাবাদের সুতির জগতাই গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিকারীপাড়া এলাকায়। একেবারে গঙ্গা তীরবর্তী এলাকায় প্রস্তুতি হওয়া সেই খেলা দেখছিল অনেকেই। আর পাঁচজনের মতো অধিকারীপারায় মহরমের প্রস্তুতি দেখতে গিয়েছিলেন সামশেরগঞ্জ থানার নিমতিতা গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্গাপুরে নাবালক অসিকূল শেখ। সেসময় কার্যত হাত থেকে তরোয়াল ছুটে যায় স্থানীয় এক যুবকের। পাশে খেলা দেখার সময় তাতেই বিদ্ধ হয় অসিকূল। স্থানীয় বাসিন্দারা তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসাপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিকে মর্মান্তিক ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সুতি থানার পুলিশ এবং সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। মহরমের আগের দিনেই এমন ঘটনায় কার্যত শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকাজুড়ে।

মহরমে হাজারদুয়ারি...

আপনজন: মুর্শিদাবাদে হাজারদুয়ারীর পাশে মহরমের ‘কাতিল-কি-রাত’ -এ আগুনে মাতমে অংশ নিয়েছে শিয়া সম্প্রদায়ের মানুষজন। ছবি: সারিউল ইসলাম

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু প্রতিবন্ধী ভিক্ষুকের

মোহাম্মদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

আপনজন: সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো এক প্রতিবন্ধী ভিক্ষুকের। তেতাল্লিশ বছর বয়সী মৃত ভিক্ষুকের নাম মুনুরুদ্দীন সেখ। বাড়ী নলহাটি ২নং ব্লকের বান্দখালা গ্রামে। মঙ্গলবার সকালে সড়ক দুর্ঘটনাটি ঘটে নলহাটি মোড়গ্রাম ১৪ নং জাতীয় সড়কের নাকপুড় চেকপোষ্টের গম্ভীরা ব্রিজ এলাকায়।পরিবারে একমাত্র রোজগারে। ভিক্ষাবৃত্তি করেই চলতো তার সংসার। মঙ্গলবার সকালে ভিক্ষার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। ঘন্টা খানেক পর সড়ক দুর্ঘটনায় মুনুরুদ্দদিনের বাড়িতে তার মৃত্যুর খবর আসে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জাতীয় সড়কের উপর চাকায় পৃষ্ট হওয়া ছিন্ন ভিন্ন মৃত দেহ দেখতে পান।

জমি উদ্ধারে সক্রিয় পুরসভা

আপনজন: সরকারি জমি উদ্ধারে এবার পথে নামল বাদুড়িয়া পৌরসভা। মঙ্গলবার বাদুড়িয়া পৌরসভা এলাকার সরকারি জমি, ফুটপাত জবরদখল কারীদের বিরুদ্ধে প্রচার অভিযানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন গোবরডাঙ্গা পৌরসভার চেয়ারম্যান দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, পৌর আধিকারিক, পুলিশ কর্মী, কাউন্সিলররা।

প্রথম নজর

ওমানে আশুরা উদ্‌যাপনে বন্দুক হামলা, নিহত ৯

আপনজন ডেস্ক: ওমানের রাজধানী মাসকাটের একটি শিয়া মসজিদের কাছে বন্দুক হামলা হয়েছে। এ ঘটনায় তিন হামলাকারীসহ চার পাকিস্তানি নাগরিক এবং একজন পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ২৮ জন। তবে মুসলিম অধ্যুষিত উপসাগরীয় দেশ ওমানে বন্দুক হামলার ঘটনা বিরল। খবর রয়টার্স।

এক বিবৃতিতে ওমানের পুলিশ জানায়, আল-ওয়াদি আল-কাবির এলাকার একটি মসজিদের কাছে গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটে। পুলিশ এ হামলার জবাব দিয়েছে।

শিয়া মুসলমানরা আশুরা পালন করার সময় এই হামলার ঘটনা ঘটে।

এক্সে পোস্টে পুলিশ বলেছে, পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক সব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে কর্তৃপক্ষ। একই সঙ্গে প্রমাণ সংগ্রহের প্রক্রিয়া চলছে।

পুলিশ এ বিষয়ে আর কোনো বিস্তারিত তথ্য না দিলেও স্থানীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, একজন বন্দুকধারী অ্যাসল্ট রাইফেল দিয়ে গুলি চালিয়েছে।

রোলস-রয়েসের সাবেক প্রধান ডিজাইনার ছুরিকাঘাতে নিহত

আপনজন ডেস্ক: বিশ্ববিখ্যাত গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান রোলস-রয়েসের সাবেক প্রধান ডিজাইনার ইয়ান ক্যামেরুন ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছেন।

জার্মানিতে তিন মিলিয়ন ডলারের নিজ বাড়িতে গত শুক্রবার (১২ জুলাই) ইয়ানের ওপর হামলা চালায় ডাকাত। এসময় প্রাণ হারান তিনি।

৭৪ বছর বয়সী এই ব্রিটিশ নাগরিক জার্মানির হার্সচিংয়ের লেক অ্যামার্সিতে থাকতেন। সেখানে তার স্ত্রী ভেরেনা ক্লুসও থাকতেন। ডাকাত হামলা চালালে তার স্ত্রী ভেরেনা একটি দেওয়াল টপকে প্রতিবেশীর বাড়িতে চলে যান। সেখান থেকেই খবর দেন পুলিশে।

ডিজাইনার ইয়ারন ক্যামেরুন রোলস রয়েসের 'ঘোস্ট, প্যান্থম এবং থ্রি সিরিজের' গাড়ি ডিজাইন এবং নির্মাণে বড় ভূমিকা রেখেছেন। ১৯৯৮ সালে বিএমডব্লিউ যখন রোলস-রয়েসের গাড়ির ব্যবসা অধিগ্রহণ করে তখন ইয়ান ক্যামেরুন সংস্থাটির প্রধান ডিজাইনার হিসেবে নিযুক্ত হন।

ইয়ানের বাড়ির মূল্যবান জিনিসপত্র রাখা ছিল গ্যারেজে। সিসিটিভির ফুটেজে দেখা গেছে, ডাকাতির আগে ডাকাত সেখানকার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

অভিযুক্ত ডাকাতের বর্ণনা দিয়েছে পুলিশ। তারা বলেছে, সে লম্বায় ৫ ফুট ৯ থেকে ৬ ফুট ২ ইঞ্চি লম্বা হতে পারে। হামলার সময় ডাকাতের পরনে ছিল হালকা রঙের প্যান্ট, গাঢ় রঙের শার্ট এবং হলুদ-সবুজ রঙের গ্লাভস। এছাড়া তার কাছে একটি লাল রঙের ব্যাগও ছিল।

এদিকে ইয়ানের হত্যাকারীকে ধরতে এখন ব্যাপক অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ। এতে ব্যবহার করা হচ্ছে কুকুর এবং হেলিকপ্টার।

ব্রিটেনের নতুন লর্ড চ্যান্সেলর হলেন শাবানা মাহমুদ

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাজ্যের মন্ত্রিসভায় আইন ও বিচার বিষয়ক মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন মুসলিম নারী ব্যারিস্টার শাবানা মাহমুদ। সোমবার লন্ডনের রয়্যাল কোর্ট অব জাস্টিসে তিনি শপথ নেন।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়, পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত শাবানা মাহমুদ পবিত্র কুরআন নিয়ে শপথ গ্রহণ করেছেন। তিনি যুক্তরাজ্যের মন্ত্রী সভায় প্রথম মুসলিম নারী।

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে শাবানা মাহমুদ বলেন, এই দায়িত্ব একই সঙ্গে সৌভাগ্য ও বোঝা। এই দায়িত্ব ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দ্বার খুলে দেবে, আমিই প্রথম লর্ড চ্যান্সেলর যে উর্দু বলতে পারে।

৪৩ বছর বয়সী লেবার পার্টির এই সদস্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক্স-এ খবরটি শেয়ার করে লিখেছেন, আজ আমি লর্ড চ্যান্সেলর হিসাবে শপথ নিতে পেরে সম্মানিত বোধ করছি, আমাদের স্বাধীন বিচার বিভাগকে হস্তক্ষেপ এবং অযৌক্তিক চাপ থেকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি।

এর আগে বৃটিশ মন্ত্রিপরিষদে কোনো মুসলিম নারী ঠাঁই পাননি। তার এই দায়িত্বে এর আগে একজনমাত্র নারী দায়িত্বে এসেছিলেন। তিনি সাবেক প্রধানমন্ত্রী লিজ ট্রাস। শাবানা মাহমুদের জন্ম ১৯৮০ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর ইংল্যান্ডের বার্মিংহামে। তার পিতা মাহমুদ আহমেদ এবং মাতা জুবাইদা আহমেদ।

শাবানা মাহমুদ যে শুধু যুক্তরাজ্যের প্রথম মুসলিম নারী বিচারমন্ত্রী তাই নয়, তিনি দেশটির ইতিহাসে দ্বিতীয় নারী যিনি 'লর্ড অব চ্যান্সেলর' নামক প্রাচীন পদ গ্রহণ করেছেন।

শাবানার জন্ম ইংল্যান্ডের বার্মিংহামে। তবে তিনি পাকিস্তান নিয়ন্ত্রণাধীন আজাদ-কাশ্মীর বংশোদ্ভূত। তার বাবা-মা আজাদ কাশ্মীরের মিরপুর এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। তবে শাবানা মাহমুদের শৈশব কেটেছে সৌদি আরবের তায়েফে। তিনি ইংরেজির পাশাপাশি উর্দু ও মিরপুরি ভাষায় কথা বলতে পারেন।

পূর্ণ মন্ত্রী হওয়ার আগে শাবানা যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্র ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের ছায়া মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি গত দুই বছর ধরে উপনির্বাচনের সময় লেবার পার্টির নির্বাচনি প্রচারণার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

যে ইস্যুতে এক রেখায় তুরস্ক-সৌদি আরব সম্পর্ক

আপনজন ডেস্ক: গত এক দশকে তুরস্ক ও সৌদি আরবের মধ্যে আঞ্চলিক বহু ইস্যুতে সম্পর্কের অবনতি ঘটলেও উভয় দেশই স্বাধীন ফিলিস্তিন ইস্যুতে যেন নিজেদের অবস্থানে অনড়। এই ইস্যুই দুই দেশের সম্পর্কের নতুন করে সীমারেখা তৈরি করে দিয়েছে।

ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পক্ষে শুরু থেকেই আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নিজেদের আওয়াজ তুলে যাচ্ছে রিয়াদ ও আঙ্কারা। তবে মাঝে রিয়াদ-আঙ্কারার সম্পর্কে ভাটা পড়ে।

তবে এখন আবার ভাঙা সম্পর্ক জোড়ায় মনোযোগী হয়েছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তায়েপ এরদোয়ান ও সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান।

গত কয়েক বছরে ধরে মুসলিম বিশ্ব ফিলিস্তিন ইস্যুর সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে। এই ইস্যু যে দেশ সমাধান করতে পারবে, সে দেশই মুসলিম বিশ্বের নেতা হয়ে উঠবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই ফিলিস্তিন নিয়ে সৌদি আরব ও তুরস্কের আগ্রহের কমতি নেই।

এই ইস্যুতে মিসর ও ইরানও নিজ নিজ জায়গা থেকে ভূমিকা পালনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে চলমান গাজা যুদ্ধে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বাদ দিয়ে, ফিলিস্তিন ইস্যুতে সমাধানে এক হচ্ছে মুসলিম এই দেশগুলো।

তুরস্কের জনগণের সমর্থন আদায়ে এরদোয়ান নিজেকে ফিলিস্তিন ও জেরুজালেমের ইসলামিক স্থাপনার রক্ষক হিসেবে উপস্থাপন করে যাচ্ছেন। এজন্য পশ্চিমাবিরোধী অবস্থান নিয়ে ফিলিস্তিনের যোদ্ধাদের সহায়তাও দিয়েছে যাচ্ছেন তিনি। কিন্তু নিজের দেশেই সমস্যা এরদোয়ানকে ব্যস্ত রেখেছে, তাই ফিলিস্তিন ইস্যুতে সেইভাবে ভূমিকা রাখতে পারছে না তুরস্ক।

সৌদি আরবও ফিলিস্তিন ইস্যুতে নিজের অবস্থান নিয়ে অনড়। এখন নিজ নিজ দেশের স্বার্থ রক্ষা করে ফিলিস্তিন ইস্যুতে জোরালো হচ্ছে রিয়াদ ও আঙ্কারা।

সংবাদমাধ্যম বিবিসির খবরের তথ্যানুযায়ী, টানাপোড়নে কয়েক বছর কাটানোর পর সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখার অংশ হিসেবে ২০২২ সালের মে মাসে তুরস্ক সফর করেন সৌদি যুবরাজ। এ সময় তিনি এরদোয়ানের সঙ্গে বৈঠক করেন। এক দশকের উত্তেজনার পর কূটনৈতিক ক্ষত সারাতে মরিয়া হয়ে উঠতে দেখা যায় আঙ্কারাকেও। যার কারণে সৌদি বাদশাহ সালমানের আমন্ত্রণে সৌদি আরব সফরের পর এরদোগান বলেছিলেন, আঙ্কারা ও রিয়াদ 'একটি নতুন যুগের সূচনা করতে' সব ধরনের রাজনৈতিক, সামরিক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বাড়ানোর চেষ্টা করছে।

মিসরের মুসলিম ব্রাদারহুড ও সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ ইস্যুতে তুরস্ক ও সৌদি আরবের মধ্যে মতপার্থক্য দুই দেশকে দূলে ঠেলে দেয়। ২০১৮ সালে ইস্তাম্বুলে সৌদি কনস্যুলেটের ভেতর সৌদির ভিন্নমতাবলম্বী সাংবাদিক জামাল খাশোগিকে হত্যার ঘটনায় আঙ্কারা ও রিয়াদের মধ্যে সম্পর্কের আরো অবনতি ঘটে। তবে ২০২২ সালে এরদোয়ানের সৌদি সফর এবং একই বছর যুবরাজ মোহাম্মদের আঙ্কারা সফরে আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হতে শুরু করে দুই দেশের সম্পর্ক। এখন ফিলিস্তিন ইস্যুতেও জোটবদ্ধ হচ্ছে দুই দেশ।

জানা গেছে, দ্বিপাক্ষিক এই সম্পর্ক আরো জোরদারে রোববার রাষ্ট্রীয় সফরে তুরস্ক পৌঁছেছেন সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স ফয়সাল বিন ফারহান। তুরস্কে পৌঁছানোর পর ইস্তাম্বুলের দোলমাবাচে প্রাসাদে প্রিন্স ফয়সালকে স্বাগত জানান এরদোয়ান।

সৌদি প্রেস এজেন্সি জানিয়েছে, উভয় নেতা সৌদি-তুরস্কের সম্পর্ক এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আলোচনা করেছেন। এর আগে তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদানের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রিন্স ফয়সাল।

স্কটল্যান্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে গাজায় অর্থ সহায়তা পাঠানোর অভিযোগ

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় বসবাস করা নিজের শ্বশুর-শাশুড়িকে বাঁচাতে সরকারি তহবিল থেকে সেখানে অর্থ পাঠানোর অভিযোগে স্কটল্যান্ডের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী হামজা ইউসুফের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে যুক্তরাজ্য সরকার।

শনিবার (১৩ জুলাই) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম দ্য টেলিগ্রাফ।

যুক্তরাজ্যের অন্যতম রাজ্য স্কটল্যান্ডের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ও রাজনৈতিক দল স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টির (এসএনপি) নেতা হামজা ইউসুফের স্ত্রী নাদিয়া এল-নাকলা ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ। তার বাবা ফিলিস্তিনি এবং মা স্কটিশ।

গত বছর অক্টোবরে আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে দেখা করার জন্য গাজায় গিয়েছিলেন তারা।

গত ৭ অক্টোবর যেদিন ইসরায়েলের ভূখণ্ডে হামলা চালায় হামাস যোদ্ধারা, সে সময়ও গাজায় অবস্থান করছিলেন হামসা ইউসুফের শ্বশুর-শাশুড়ি। হামাসের হামলার পর সেদিন থেকেই গাজায় অভিযান শুরু করে ইসরায়েলি বাহিনী। ভয়াবহ সেই অভিযান এখনও চলছে। এই পরিস্থিতিতে গত ২ নভেম্বর জাতিসংঘের ফিলিস্তিনের শরণার্থীদের সহায়তা ও সহযোগিতা সম্পর্কিত সংস্থা ইউএনআরডব্লিউএ বা আনরোয়ার তহবিলে স্কটল্যান্ডের সরকারের পক্ষ থেকে ২ লাখ ৫০ হাজার ইউরো সহায়তা হিসেবে প্রদান করা হয়েছে বলে ঘোষণা করেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী হামজা ইউসুফ। এই ঘোষণার পরের দিনই তার শ্বশুর-শাশুড়িকে নিরাপদে রাফা সীমান্ত ক্রসিংয়ে পৌঁছে দেওয়া হয়। তারপর সেখান থেকে মিসর হয়ে স্কটল্যান্ডে পৌঁছান তারা। এসএনপির সঙ্গে গ্রিন পার্টির জোট ভেঙে যাওয়ার পর চলতি বছর এপ্রিলে পার্লামেন্টের বিরোধীদলীয় সদস্যদের অনাস্থা ভোটের মুখে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন ইউসুফ। এর আগে মার্চ মাসে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পদে থাকার সময়েই তার বিরুদ্ধে নিজের শশুর-শাশুড়িকে বাঁচাতে সরকারি অর্থ সহায়তা হিসেবে প্রদানের অভিযোগ উঠেছিল।

কিন্তু ইউসুফ তার অস্বীকার করেছিলেন। আনরোয়ার পক্ষ থেকেও দৃঢ়ভাবে বলা হয়েছিল যে স্কটল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রীর শ্বশুর-শাশুড়ি নিরাপদে গাজা থেকে বের করতে সংস্থাটি কোনো ভূমিকা রাখেনি।

ইসরায়েলের ৫ নাগরিক, তিন সংস্থার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেম অঞ্চলে ফিলিস্তিনিদের নিপীড়ন এবং গুরুতর ও পদ্ধতিগতভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে ইসরায়েলের ৫ নাগরিক এবং ৩টি সংস্থার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)।

সোমবার এক বিবৃতিতে ইইউয়ের প্রশাসনিক বিভাগ ইউরোপিয়ান কমিশন এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। নিষেধাজ্ঞার আওতায় আনা পাঁচ ইসরায়েলি নাগরিকের সবার নাম প্রকাশ করা হয়নি। তবে জানা গেছে, তাদের মধ্যে দুইজন দু'টি সংস্থার প্রধান নির্বাহী। এই সংস্থাগুলো হলো টিজাভ ৯, লেহাভা অর্গানাইজেশন এবং অপর একটি সংস্থা। যে দুই ব্যক্তির নাম জানা গেছে, তারা হলেন বেন-জিওন গোপস্টেইন এবং ইসাশ্চার মান্নে। ইসাশ্চার মান্নে একটি পত্রিকার প্রধান নির্বাহী।

ইইউয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, নিষেধাজ্ঞার আওতায় আনা ব্যক্তি ও সংস্থাগুলো ২০২৩ সালের ৯ অক্টোবর গাজায় যুদ্ধ শুরুর পর থেকে পশ্চিম তীরে দাঙ্গা-সহিংসতায় উসকানি দিচ্ছে।

এছাড়া, গাজায় খাদ্য, পানি এবং জ্বালানির প্রবেশে নিয়মিত বাধা দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে এই ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে।

এই নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে ইইউ আশা করছে, ইসরায়েলি প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে তাদের কার্যক্রম বন্ধ করবে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ভার গ্রহণ করবে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিতে পারে জাপান

আপনজন ডেস্ক: গত বছরের ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইসরাইলি আগ্রাসন শুরু হওয়ার পর সম্প্রতি ইউরোপজুড়ে গাজাবাসী তথা ফিলিস্তিনের প্রতি সমর্থন বাড়তে শুরু করেছে।

এবার ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা ভাবছে পূর্ব এশিয়ার দেশ জাপান।

ইরানের সম্প্রচারমাধ্যম প্রেস টিভির এক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

জাপানের রাজধানী টোকিওতে দেশটির ন্যাশনাল প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত বৈঠকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়োকো কামিকাওয়া বলেন, জাপান মধ্যপ্রাচ্যে চলমান 'শান্তি প্রক্রিয়ার' অগ্রগতির ওপর ভিত্তি করে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা বিবেচনা করছে।

এই বৈঠকে আরব লীগের মহাসচিব আহমেদ আবুল ঘাইতিও উপস্থিত ছিলেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, তার সরকার ফিলিস্তিনে কয়েক দশকব্যাপী ইসরায়েলি দখলের বিপরীতে প্রস্তাবিত 'দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধান' সমর্থন করে।

জাপান একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ফিলিস্তিনিদের আকাঙ্ক্ষা বোঝে এবং এই লক্ষ্য অর্জনে চলমান প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে।

এর আগে আরব লীগের মহাসচিব আহমেদ আবুল ঘাইতি ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য জাপানের প্রতি আহ্বান জানান।

আরব লীগের মহাসচিব জাপান ন্যাশনাল প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাপান-আরব অর্থনৈতিক ফোরামে যোগ দিয়ে ফিলিস্তিন প্রশ্নে দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধানের প্রতি ইঙ্গিত করেন।

তিনি বলেন, এটাই একমাত্র সমাধান। ইসরায়েল কর্তৃক সংঘটিত বর্ণবাদ, ফিলিস্তিনি ভূমি সংযুক্তকরণ ও তাদের ওপর নিপীড়ন বাস্তবসম্মত সমাধান নয়।

প্রসঙ্গত, সংঘাতের প্রথমদিকে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র দেশগুলোর অধিকাংশই ইসরাইলকে সমর্থন করলেও ব্যতিক্রম ছিল কয়েকটি পশ্চিমা দেশ।

তাদের মধ্যে স্পেন ও আয়ারল্যান্ড অন্যতম। ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিল দেশ দুটি। আরেক পশ্চিমা দেশ নরওয়েও এ স্বীকৃতি ঘোষণা করেছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৩১মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.২৮ মি.

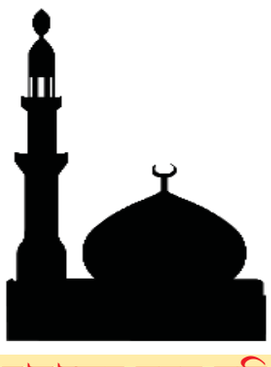

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৩১	৫.০১
যোহর	১১.৪৭	
আসর	৪.২০	
মাগরিব	৬.২৮	
এশা	৭.৪৭	
তাহাজ্জুদ	১১.০০	

আফগানিস্তানে বৃষ্টি-বজ্রঝড়ে ৩৫ জনের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: আফগানিস্তানে পূর্বাঞ্চলে ভারী বৃষ্টি ও বজ্রঝড়ে অন্তত ৩৫ জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো দুই শতাধিক মানুষ।

দেশটির তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান কুরাইশি বদলুন জানান, সোমবার সন্ধ্যায় প্রবল ঝড় ও বৃষ্টির কারণে গাছ, দেওয়াল ও মানুষের বাড়ির ছাদ ধসে পড়ে জালালাবাদ এবং নানগারহার' প্রদেশের কিছু জেলায় ৩৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া আহতহ হয়েছে আরো ২৩০ জন। এ ঘটনায় হতাহতের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

পাকিস্তানে সেনানিবাসে আত্মঘাতী হামলা,৮ সেনাসহ নিহত ১৮

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের বান্নু সেনানিবাসে আত্মঘাতী হামলা চালিয়েছে সন্ত্রাসীরা। এতে ওই ক্যাম্পের আট সেনা সদস্যসহ ১৮ জন নিহত হয়েছেন।

মঙ্গলবার পাকিস্তানভিত্তিক সংবাদমাধ্যম দ্যা নিউজ ইন্টারন্যাশনালের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পাকিস্তানের আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদফতর (আইএসপিআর) মঙ্গলবার জানিয়েছে, বান্নু সেনানিবাসে প্রবেশের চেষ্টার সময় ১০ জনের মতো সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে। এই ঘটনায় আক্রমণকারীরা সেনানিবাসে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করলে তাদের প্রতিহত করা হয়। যার কারণে সন্ত্রাসীরা সেনানিবাসের প্রাচীরে ধাক্কা দেওয়ার মাধ্যমে বিস্ফোরক বোঝাই গাড়ির বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে আট সেনা সদস্য নিহত হয়।

নিহত সেনা সদস্যরা হচ্ছেন, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নায়েব সুবেদার মুহম্মদ শেহজাদ, হাবিলদার জিল-ই-হুসাইন, হাবিলদার শাহজাদ আহমেদ, সিপাহী আশফাক হোসেন খান, সিপাহী সোবহান মজিদ, সিপাহী ইমতিয়াজ খান, সিপাহী আরসালান আসলাম এবং ফ্রন্টিয়ার কনস্ট্যাবুলারির ল্যান্স নায়েক সবজ আলী।

হামাসের শীর্ষ নেতাদের টার্গেট করে হত্যা করছে ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: বর্তমানে ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের নেতাদের টার্গেট করে হত্যার পরিকল্পনা করেছে ইসরায়েল। এ লক্ষ্যে সম্প্রতি হামাসের শীর্ষ নেতাদের ওপর বিমান হামলা চালানো হচ্ছে। খবর আশরাক আল-আওসাত'র।

একটি আরব সংবাদমাধ্যম মঙ্গলবার এ তথ্য জানায়। সংবাদমাধ্যমটি আরো জানায়, হামাসের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধে ইসরায়েল তৃতীয় ধাপে প্রবেশ করেছে।

লন্ডনভিত্তিক আশরাক আল-আওসাত নামের সংবাদ মাধ্যমে জানানো হয়েছে, হামাসের উচ্চপদস্থ নেতাদের পাশাপাশি যারা ৭ অক্টোবরের হামলা, রকেট ছোড়ার কাজ করেছেন তাদেরও হত্যা করার চেষ্টা চালাবে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী।

এমনকি যারা হামাস, আল কাসেম ব্রিগেড, ইসলামিক জিহাদ এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর সদস্যদের বেতন দেওয়ার কাজটি করছে তাদের উপরও হামলা চালাবে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী। এছাড়া কয়েকদিন আগে গাজা সিটির সাধারণ মানুষকে ইসরায়েলিরা সরে যাওয়ার নির্দেশনা দিয়েছিল মূলত 'হামাসের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষুব্ধ' করে তুলতে। ইসরায়েলিদের ধারণা এভাবে বারবার সরে যাওয়ার নির্দেশনা দিলে গাজার সাধারণ মানুষ হামাসের উপর বিরক্ত হবে। তাদের মধ্যে একটি ধারণা তৈরি হবে যে, হামাসের কারণে তারা এমন দুর্ভোগে পড়েছেন।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১৯২ সংখ্যা, ৩ শ্রাবণ ১৪৩১, ১০ মুহাররম, ১৪৪৬ হিজরি

জয় হউক ন্যায় ও সত্যের

আজ ১০ মুহররম। পবিত্র আশুরা। আরবি 'আশুরা' শব্দটি 'আশরুন' শব্দ হইতে উদ্গত। ইহা একটি ক্রমবাচক শব্দ, যাহার অর্থ দশম। ইসলামের দৃষ্টিতে হিজরি বর্ষের প্রথম মাস মহররমের ১০ তারিখকে বলা হয় আশুরা।

বিশ্বজগতের প্রারম্ভকাল হইতেই এই দিবসটি বিশেষ মর্যাদা ও সম্মানে ভূষিত। আরব দেশে জিলকদ, জিলহজ, মহররম ও সফর–এই চারটি মাস অধিক মর্যাদাপূর্ণ। এই মাসগুলিকে একত্রে বলা হয়, আশহারুল হুরুম বা সম্মানিত মাসসমূহ।

পবিত্র কুরআন কারিমের সুরা তাওবার ৩৬ নম্বর আয়াতে এই ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রহিয়াছে। অর্থাত্ মুহাররম পবিত্র মাস, আর এই মাসের আশুরা তথা দশম তারিখ এই মাসটিকে করিয়াছে আরো মহিমান্বিত। কেননা এই পবিত্র দিনে আল্লাহ তায়ালার হুকুমে দুনিয়া সৃষ্টি হইয়াছে। আবার কিয়ামতও সংঘটিত হইবে এই দিনে।

এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন প্রায় ২ হাজার পয়গম্বর। আদিপিতা হজরত আদমের (আ.) দেহে পাক রুহ প্রদান, মা হাওয়াকে (আ.) পয়দা, মহাপ্লাবন শেষে হজরত নুহ নবির (আ.) জুদি পাহাড়ে অবতরণ, নমরুদের অগ্নিকাণ্ড হইতে মিল্লাতে আবা ইব্রাহিমের (আ.) নাজাত, ৪০ দিন মাছের পেটে থাকিবার পর হজরত ইউনুসের (আ.) নিষ্কৃতি, হজরত আইউবের (আ.) ১৮ বত্সর পর রোগমুক্তি, হজরত মুসার (আ.) নীল নদ পাড়িদান ও ফেরাউনের সলিল সমাধি, হজরত ঈসার (আ.) ঊর্ধ্বাকাশে গমন প্রভৃতি অসংখ্য আলোড়ন সৃষ্টিকারী ও অলৌকিক ঘটনার সাক্ষী এই দিবসটি।

উপর্যুক্ত কারণে আশুরা হইতেছে একটি শুকরিয়া দিবস। কিন্তু ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ৬১ হিজরির ১০ মহররমের এই দিনেই ঘটে বিশ্ব মানবসভ্যতার ইতিহাসে সবচাইতে মর্মান্তিক ও বিয়োগান্ত ঘটনা। এই দিনে বর্তমান ইরাকের ফোরাত নদীর তীরে কারবালার মরুপ্রান্তরে আখেরি নবি হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রিয় দৌহিত্র এবং ইসলামের চতুর্থ খলিফা হজরত আলি ও খাতুনে জান্নাত ফাতেমাতুয জাহরার (রা.) আদরের পুত্র ইমাম হুসাইন (রা.) শাহাদাত বরণ করেন।

এই হিসাবে আশুরা শোকাবহ একটি দিনের চিরন্তন প্রতীকও বটে। ঐদিন ইমাম হুসাইন (রা.)সহ তাহার ৭২ জন সঙ্গী-সাথি শহিদ হন, যাহাদের অধিকাংশই ছিলেন আহলে বায়াত বা নবির (স.) বংশধর। কারবালার এই মর্মন্তুদ ঘটনা কুটিলতা ও নৃশংসতার দৃষ্টান্ত হিসাবে ইসলামের ইতিহাসে স্মরণীয়। উল্লেখ্য, রমজানের রোজার পূর্বে আশুরার রোজাই ছিল অবশ্য পালনীয়।

এই জন্য পবিত্র আশুরার দিনে অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগির পাশাপাশি রোজা রাখা উত্তম। হজরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণিত একটি হাদিসে রমজানের পর মহররমের এই রোজাকে সর্বোত্তম বলা হইয়াছে। যাহাতে অন্য ধর্মের সহিত সাদৃশ্য না হয়, এই জন্য আশুরার দিনের আগে বা পরে মিলাইয়া দুইটি রোজা রাখিবার নিয়ম রহিয়াছে।

পবিত্র আশুরার প্রধান শিক্ষাই হইল এক আল্লাহর নিরঙ্কুশ আনুগত্য ও নিরন্তর তাহার শুকরিয়া আদায় করা।

দ্বিতীয়ত কোনো অবস্থাতেই অন্যায়ের নিকট মাথা নত না করা। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে কোনো আত্মত্যাগকে হাসিমুখে বরণ করা। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায়–'ফিরে এলো আজ সেই মহররম মাহিনা/ ত্যাগ চাই, মর্সিয়া ক্রন্দন চাহি না।' তাই পবিত্র আশুরার দিন আমাদের প্রার্থনা–জয় হউক ন্যায় ও সত্যের।

পশ্চিমী দেশগুলিতে ভারতের মতো কোচিং-এর ব্যবসা নেই, আবার উচ্চ শিক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস নেই কেন?

আমেরিকা এবং জাপান সহ পশ্চিমী দেশগুলিতে ভারতের মত কোচিং সেন্টারের রমরমা ব্যবসা নেই। এর প্রধান কারণ হলো ভারতে প্রতিযোগিতা মূলক শিক্ষার গুরুত্ব বেশি। তাই এদেশে শেখার চাইতে জানার চাইতে নম্বরের চাহিদা অনেক বেশি। ব্যাপারটা এই রকম নম্বর পেলেই শিক্ষার মূল্য আছে আর নম্বর না পেলেই শেখা, জানা, বোঝা সব কিছুই বোধহয় মূল্যহীন। এই রূপ মেরুদণ্ডহীন একটা শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম হবার ফলে বর্তমান সময়ে ডাক্তারি এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে কোচিং এর একটা বিরাট লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। লিখেছেন **সনাতন পাল...**

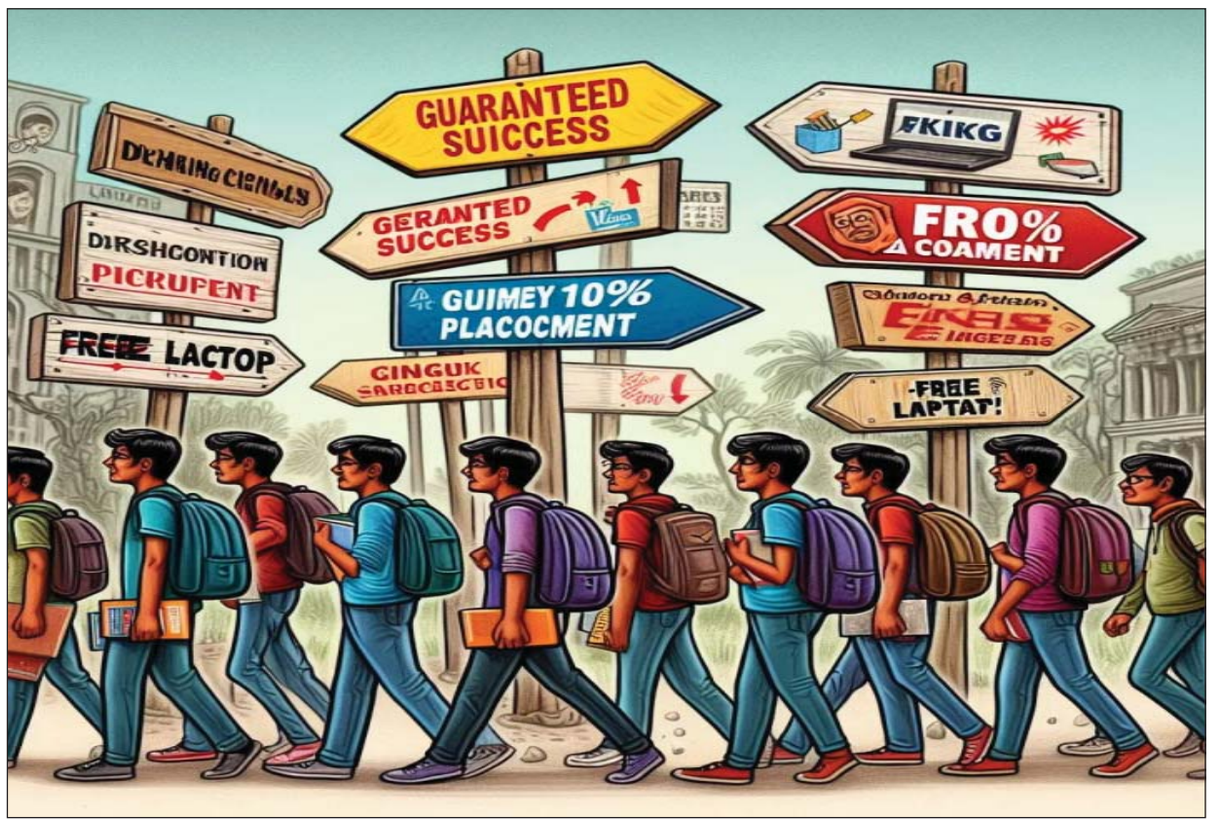

আমেরিকা এবং জাপান সহ পশ্চিমী দেশগুলিতে ভারতের মত কোচিং সেন্টারের রমরমা ব্যবসা নেই। এর প্রধান কারণ হলো ভারতে প্রতিযোগিতা মূলক শিক্ষার গুরুত্ব বেশি। তাই এদেশে শেখার চাইতে জানার চাইতে নম্বরের চাহিদা অনেক বেশি। ব্যাপারটা এই রকম নম্বর পেলেই শিক্ষার মূল্য আছে আর নম্বর না পেলেই শেখা, জানা, বোঝা সব কিছুই বোধহয় মূল্যহীন। এই রূপ মেরুদন্ডহীন একটা শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম হবার ফলে বর্তমান সময়ে ডাক্তারি এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে কোচিং এর একটা বিরাট লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। এখানে ডাক্তারি এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এর মত প্রবেশিকা পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের কাম্য সামর্থ্যের চেয়ে প্রাপ্ত নম্বরের মূল্য অনেক বেশি। তাই ছেলে-মেয়েরা যেন প্রতিযোগিতায় হেরে না যায় সেই জন্য বাবা মায়েরা, যাদের অর্থনৈতিক সামর্থ্য আছে তারা দেশের বড় বড় কোচিং সেন্টারে রেখে পড়ান। এদিকে হয়তো কোনো সরকারি স্কুলে ঐ ছাত্র বা ছাত্রী টিকে ভর্তি করে রেখেছেন। কিন্তু সেই স্কুলে ঐ ছাত্রটি যায় না। যাবেই বা কি করে? সে হয়তো জেলার বাইরে বা রাজ্যের বাইরে কোনো কোচিং সেন্টারে থাকে। আবার এটাও লক্ষ্য করা গেছে যে কোচিং তাকে সেন্টারে রেখেও হয়নি- উপরন্তু ঐ কোচিং সেন্টার গুলির নাম করা শিক্ষকদের কাছে অনলাইনে ক্লাস করছে। তারপরে যখন ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রবেশিকা পরীক্ষার রেজাল্ট বের হচ্ছে তখন ঐ ছেলে মেয়েরা সুযোগ পেলে স্কুল গুলি গর্ব করে বলছে সুযোগ পাওয়া এই ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের স্কুলের ছাত্র অথবা ছাত্রী। আর বাবা মায়েরা এমন কি ছাত্র- ছাত্রীরাও চুপচাপ থাকেন- কোথায় কোথায় কি কি করেছেন সেই সত্য বলতে চান না। কারণ তারা ভাবেন মেধা আছে বলে যে কৃতিত্ব তারা পাচ্ছেন, সেই খ্যাতি যদি কমে যায়! আবার এটাও হয়তো ভাবতে পারেন, সত্যটা শুনে যদি অন্যরা তার চেয়ে ভালো কিছু করে! অনেক সময় কোচিং সেন্টার গুলি আরও বেশি করে কাস্টমার ধরার জন্য বিজ্ঞাপন দিয়ে বলেন ঐ কৃতি ছাত্র- ছাত্রীরা তাদের প্রতিষ্ঠানে কোচিং নিতেন। এক্ষেত্রে কাস্টমার কথাটা বেমানান হলেও বললাম এই কারণে, ওদের কাছে এই ছেলে মেয়ে গুলো কাস্টমারই। এখানে পয়সার বিনিময়ে নম্বর কিনতে যাওয়া হয়। আমার নিজের পরিবারের ক্ষেত্রে ঘটলেও একই ভাষা প্রযোজ্য। এমন নজির আমার নিজের কাছেই আছে। অভিভাবকরা স্বীকার করেন নি যে কোচিং নিত- অথচ সেই নাম খবরের কাগজের পাতায় কোনো কোচিং সেন্টারের বিজ্ঞাপনে। এসবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কেউ কেউ আবার কোচিং না নিয়ে চেষ্টা করতে গিয়ে মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও চান্স পায় না। খুব ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে- কেউ রাজ্যের বাইরে কোনো বড় প্রতিষ্ঠানে ছেলে মেয়েকে রেখে কোচিং নেওয়াচ্ছেন। যাদের একটু সামর্থ্য কম তারা হয়তো কলকাতায় রেখে কোচিং নেওয়াচ্ছেন। ফলে মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও হয়তো কলকাতায় থাকা ছেলেটা রাজস্থানে থাকা অপেক্ষাকৃত কম মেধা সম্পন্ন ছাত্রের কাছে প্রতিযোগিতায় পারছে না। আবার জেলায় যারা থাকছে তারা হয়তো কলকাতায় থাকা ছেলেটার সাথে প্রতিযোগিতায় পারছে না। আবার জেলায় যারা আছে তাদের মধ্যেও যারা ভালো ভালো টিউশন পেয়েছে, তাদের সাথে পারছে না তারা,যারা অর্থের অভাবে ঠিকঠাক টিউশন পায় নি। অর্থাৎ মেধা হেরে যাচ্ছে টাকার কাছে। আর কোচিং সেন্টার গুলোতে সবাই যেতে চাইছে কারণ ওখানে কিভাবে বেশী নম্বর পাওয়া যাবে তার ফর্মুলা শেখানো হয়। ওখানে হাতে কলমে কোনো কিছু শেখার জন্য ল্যাবেরটরি নেই। ল্যাবেরটরি স্কুলে আছে। সে তো স্কুলেই যায় না। তাই টেস্ট টিউবে কখনও হাত দেয়না। অথচ নম্বরের সময় ঝাঁপি ভর্তি। সুযোগ পাবার ক্ষেত্রে নম্বরটাই অপরিহার্য সেই কারণেই নম্বর পেতে নিট থেকে আরম্ভ করে নেটে প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে। তাছাড়া যদি শিক্ষার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে হাতে কলমে অন স্পট কোনো ব্যবস্থা থাকত, তাহলে মানেটা হয়তো অন্য রকম দাঁড়াত। এখন আবার কোচিং সেন্টারের প্রয়োজনীয়তা আরও নিচু ক্লাস থেকে বোঝানো হচ্ছে। আর সেটা অনেকটা হচ্ছে কিছু বেসরকারি স্কুল গুলোর মাধ্যমে। খোঁজ নিলে হয়তো জানা যাবে ঐ কোচিং সংস্থা গুলির সাথে তাদের আভ্যন্তরীণ কোনো বোঝা পড়া রয়েছে। সারাদেশে শুধু কোচিং এ হাজার হাজার কোটি টাকার খেলা চলছে। ভালো করে শেখা টাও যদি মূল উদ্দেশ্য হয়, তাহলেও কোচিং সেন্টারের প্রয়োজনীতা নেই। এই জন্য দরকার বর্তমান সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার বদল করা। আমরা যখন ছোটো ছিলাম, তখন তো কোনো কোচিং সেন্টার এদেশে ছিল না, তাহলে তখন কি দেশে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হয়নি? তখন তো একই বিষয়ের উপরে এত বই বা এতো মোটা মোটা বই ছিল না- তাহলে তখন সবাই কি উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন নি? আমার তো বেশ মনে আছে, আমি যাঁর কাছে অঙ্ক করেছি, তিনি এখন নাসাতে অনেক উঁচু পদে রয়েছেন। তাঁর পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। সকালে আমি পড়তে গেলে আমাকে আর তাঁকে বাটিতে করে মুড়ি দেওয়া হতো। আমি ব্যক্তিগত ভাবে জানি, যাদবপুর, কল্যাণী, গৌড় বঙ্গ, উত্তরবঙ্গ সহ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক অধ্যাপকের পারিবারিক অর্থনৈতিক অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না, তাঁরা কি অধ্যাপক হন নি! আই পি এস নজরুল ইসলাম খুব দরিদ্র পরিবারে থেকেও অতো বড় মাপের একজন আধিকারিক হয়েছেন। আমি এটা খুব ভালো করে জেনেছি আমার এক জামাই বাবুর কাছে- কারণ উনি নজরুল ইসলামের বাল্য বন্ধু ছিলেন। দেশে এখন যে রকম কোচিং নির্ভর প্রতিযোগিতা মূলক শিক্ষা শুরু হয়েছে, সেই ব্যবস্থা কায়েম থাকলে তাঁরা হয়তো জীবনে এত বড় বড় জায়গাতে যেতেই পারতেন না। এখন যে অভাবী অথচ মেধাবী ছেলে মেয়েরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন, দেখা গেছে তারাও কোনো না কোনো কোচিং সেন্টারের সাথে যুক্ত। এবারেও দেখলাম ডাক্তার বাবুদের একটি সংগঠন মাধ্যমিকে ভালো রেজাল্ট করা এক গরীব ঘরের ছেলেকে একটা নামী কোচিং সেন্টারে ভর্তি করে তার খরচের ভার গ্রহণ করলেন। প্রশ্ন হচ্ছে তারা কি সবার ব্যয় ভার বহন করতে পারবেন? পারবেন না। এক্ষেত্রে তাদের আশু কর্তব্য ছিল বর্তমান ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য সংঘর্ষ করা। কারো কালো টাকা আছে সেটা না বলেও বলছি সংঘর্ষের পথে যাওয়ার চাইতে দান করাতে আগ্রহ বেশি, কারণ এক্ষেত্রে কিছুটা অর্থনৈতিক ক্ষতি হলেও এতে রিস্ক কম।

আবার এটাও লক্ষ্য করা গেছে যে কোচিং তাকে সেন্টারে রেখেও হয়নি- উপরন্তু ঐ কোচিং সেন্টার গুলির নাম করা শিক্ষকদের কাছে অনলাইনে ক্লাস করছে। তারপরে যখন ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রবেশিকা পরীক্ষার রেজাল্ট বের হচ্ছে তখন ঐ ছেলে মেয়েরা সুযোগ পেলে স্কুল গুলি গর্ব করে বলছে সুযোগ পাওয়া এই ছাত্র- ছাত্রীরা তাদের স্কুলের ছাত্র অথবা ছাত্রী। আর বাবা মায়েরা এমন কি ছাত্র- ছাত্রীরাও চুপচাপ থাকেন- কোথায় কোথায় কি কি করেছেন সেই সত্য বলতে চান না। কারণ তারা ভাবেন মেধা আছে বলে যে কৃতিত্ব তারা পাচ্ছেন, সেই খ্যাতি যদি কমে যায়! আবার এটাও হয়তো ভাবতে পারেন, সত্যটা শুনে যদি অন্যরা তার চেয়ে ভালো কিছু করে!

পশ্চিমী দেশ গুলোতে শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত দান দক্ষিণা এবং কোচিং এর কোনো দরকার পরে না। কারণ সেখানকার শিক্ষা প্রতিযোগিতা মূলক নয়। আর শেখার দিকে আগ্রহ বেশি। ভারতবর্ষের মত অতো নম্বরের পেছনে ছোটে না। ঐ দেশ গুলিতে প্রতিটা ক্লাসে ছাত্র সংখ্যা এতোটা কম যে ঐ ক্লাসের প্রতিটা ছাত্রের যে কোনো সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে শিক্ষক ধরে ধরে শেখাতে পারেন। ঐ সব দেশের জন সংখ্যাও কম। এদেশেও যদি সরকারি স্কুল গুলিতে ছাত্র- শিক্ষক অনুপাত এমনটা হতো যেখানে প্রতিটা ছাত্রের সমস্যা সমাধানে শিক্ষক প্রতিটা ছাত্রের কাছে পৌঁছাতে পারবেন এবং সক্রিয় সহযোগিতা করতে পারবেন। এই জন্য বেশি করে সরকারি স্কুল খুলতে হবে আর শিক্ষক নিয়োগ আরও অনেক বেশি করে করতে হবে। সাথে পরিকাঠামোর যথেষ্ট উন্নতি ঘটাতে হবে। পাশাপাশি ঐ শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির গন্ধ থাকা চলবে না। কিন্তু এখানে ছবিটা একদম ভিন্ন। সরকার একদিকে বেসরকারি স্কুলের পারমিশন দিচ্ছে আর সরকারি স্কুলের শিক্ষকরা যেন সরকারের বিরুদ্ধে একটাও কথা বলতে না পারেন- সেই জন্য নানা রকম আইনের নাম করে শিক্ষকদের মেরুদন্ডের উপরে ক্ষমতার বুট দিয়ে চেপে ধরছে। কেউ সরকারের বিরুদ্ধে কথা বললেই তার কাছে বেনামে তার কাছে একটার পর একটা হুমকির ফোন আসতে থাকে। মনে হয় রাজ্যটা বোধহয় ওদের বাপের জমিদারি।

কিন্তু যাঁরা হুমকি দেন তাদের ঘরের ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যতটাও যে সুরক্ষিত নয়, এটা এই রাজ্য তথা দেশের শাসক অনুগামীরা বোঝেন না। এদেশের জনগণ কে বোঝানো ভীষণ কঠিন কাজ বলেই ব্রিটিশরা দুশো বছর রাজত্ব করতে পেরেছিলেন। আর একই কারণে স্বামীজি বোধহয় ভারতীয়দের বোঝানোর চেষ্টা না করে আগে শিকাগোতে গিয়ে আমেরিকার মানুষকে বেদান্ত বুঝিয়েছিলেন। আমেরিকা মেনে ছিল বলেই হয়তো স্বামীজিকে পরে গোটা দেশ মেনেছে।

বর্তমানে দলমত নির্বিশেষে সকল ধর্মের মানুষ ঐক্য বদ্ধ হয়ে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা বদলের দাবীতে আরেকবার স্বাধীনতার দ্বিতীয় লড়াই লড়তে হবে। যে লড়াইয়ের মশাল সমস্ত ভারতবাসীর হাতে থাকবে।

১০ মুহাররম: কারবালার স্মৃতিপটে আজও ভেসে উঠে হুসেইন রা. আর্তনাদ

এম ওয়াহেদুর রহমান

মুহাররম মাস হচ্ছে একটি বছরের বিদায় আর একটি বছরের সূচনা। এই মুহাররম হলো ইসলামী বর্ষ পুঞ্জির প্রথম মাস। হিজরী অব্দের চারটি পবিত্রতম মাসের মধ্যে এটি একটি অন্যতম মাস। মুহাররম শব্দটি আরবী শব্দ যার অর্থ পবিত্র কিংবা সম্মানিত। এই মাসটিকে বলা হয়েছে ' মুহাররমূল হারাম ' বা ' শাহরুল্লাহ আলমুহাররাম '। হারাম শব্দের অর্থ সম্মানিত। বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী বহন করে মুহাররম মাস।সমগ্র মুসলিম মিল্লাত মুহাররম মাসের ১০ তারিখ ' আশুরা ' পালন করে থাকেন। ' আশুরা ' শব্দটি ' আশরা ' শব্দের অপভ্রংশ। আরবীতে ' আশরা ' শব্দটির অর্থ ' দশ '। এই পবিত্র মাসে মানবতার অগ্রদূত হযরত মুহাম্মদ সা.ইসলাম ধর্ম প্রচার শুরু করেছিলেন এবং যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ রাখার নির্দেশ জারি করেছিলেন। ১০ মুহাররম দিনটি অতিব তাৎপর্যমণ্ডিত। কেননা এই দিনটি একদিকে পুন্য অর্জনের আর অন্যদিকে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর নিকটে শোক পালনের। দিনটিতে মহান আল্লাহ হযরত আদম আ.কে সৃষ্টি ও তাঁকে স্বর্গ কিংবা জান্নাতে প্রেরণ, আসমান - জমিন,পাহাড় - পর্বত,চন্দ্র - সূর্য, বেহেস্ত - দোজখ, হাওয়া - পানি সহ বিশ্বব্রহ্মান্ড সৃষ্টি করেছিলেন। শুধু তাই নয় নূহ আ.এর সময়কালে মহাপ্লাবন, ইব্রাহীম আ. জন্ম ,মুসা ও তাঁর সঙ্গী সাথীদের ফেরাউনের হাত থেকে মুক্তি, ফেরাউনকে নীল নদের পানি ডুবিয়ে মারা, ইউনুস নবী মাছের পেট থেকে মুক্তি, ইমাম হুসাইন রা. কারবালার ময়দানে শহীদ বরণের মতো স্মরনীয় ঘটনাপ্রবাহ সম্পন্ন হয়েছিল এই ১০ মুহাররম। পবিত্র কোরআনের বর্ণনা মোতাবেক মহান আল্লাহ এই দিনেই কেয়ামত ঘটাবেন।

কারবালা শব্দটি মনে পড়লেই বা কর্ণ কুহুরে প্রবেশ করলে কেমন যেন মন কেঁদে উঠে অথবা মনটা যেন আঁতকে উঠে। স্বভাবতই মানুষ যখনই কোনো হৃদয়বিদারক ঘটনা দেখে বা কেউ তার বর্ণনা করে তখন সে মর্মাহত হয়ে পড়ে , আফসোস করে।এত বছর পরেও কারবালার ঘটনার স্মৃতি বিন্দু পরিমাণে ও ঝাঁপসা হয় নি। এখনো সেই দৃশ্যপট স্মরণ করা মাত্রই চোখ হতে অশ্রু জারি হয়। আসলে কারবালা নামটিও যেন সংকট তথা মুসিবতের স্থান হিসেবে বিশ্ব ইতিহাসের পাতায় নজির স্থাপন করেছে। কেননা কারবালা শব্দটি আরবী ' কারব ' ও ' বালা ' এর সরলরুপে পরিগণিত। তাই কি কারবালা ত্যাগ , কুরবানী আর শাহাদাতের অমীয় সুধায় ভাস্কর! কারবালা কি ইতিহাসের নির্মম, নিষ্ঠুর , পৈশাচিক সর্বোপরি বিয়োগান্তক ঘটনার ইতিবৃত্ত ? ৬৮০ খৃষ্টাব্দে বা ৬১ হিজরীতে ১০ মুহাররম ইরাকের কারবালার উত্তপ্ত মরুপ্রান্তরে দাঁড়িয়ে আকণ্ঠ তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে হযরত মুহাম্মদ সা. দৌহিত্র তথা হযরত আলী ও মা ফাতেমার পুত্র জান্নাতী যুবকদের সর্দার হুসাইন রা. স্বপরিবারে শাহাদাত বরণ করেছিলেন ,যা ইতিহাসের পাতায় অত্যান্ত বেদনাদায়ক ঘটনা। ইতিহাসের এই নির্মম পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডে স্বৈরাচারী এযীদের হাত থেকে ৬ মাসের শিশু পুত্র আলী আসগর ও রেহাই পায়নি। খলিফা হযরত আলীর মৃত্যুর পর মোয়াবিয়ার শাসনামলে হযরত আলীর বড় পুত্র হাসান কে বিষের মাধ্যমে শহীদ করা হয়। সিদ্ধান্ত হয়, মোয়াবিয়ার মৃত্যুর পর হাসানের ছোট ভাই হুসাইন রা. কে খালিফা হিসেবে নিযুক্ত করা হবে। কিন্তু মোয়াবিয়া এই সিদ্ধান্ত কে অস্বীকার করে তাঁর পুত্র এযীদকে খালিফা মনোনীত করে যান।এরই চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে এযীদের সঙ্গে হুসাইন রা.এর সংঘর্ষ বাধে।

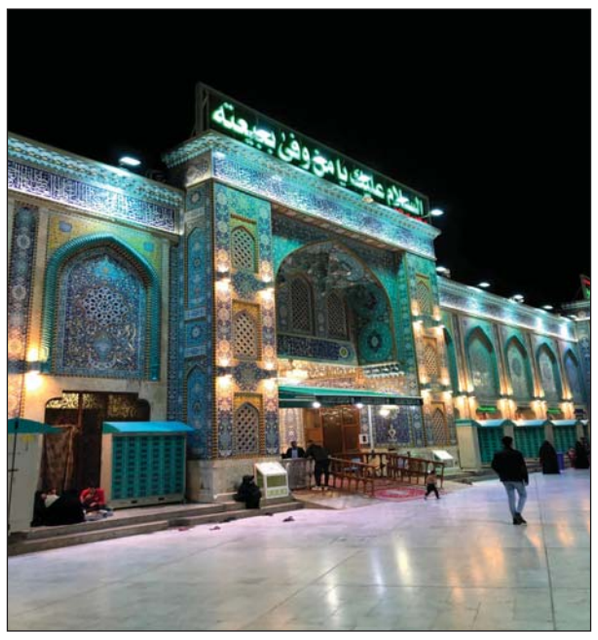

মোয়াবিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র এযীদ নিজেকে মুসলিম দুনিয়ার খালিফা ঘোষণা করেন। কিন্তু শাসক হিসেবে তিনি ছিলেন অত্যাচারী তথা স্বৈরাচারী। তাই হুসাইন রা. এযীদকে খালিফা হিসেবে মেনে নেননি। ফলে হুসাইন রা. পরিবার- পরিজন ও অনুগামীদের নিয়ে মদিনা ত্যাগ করে মক্কা চলে যান। এই মুহূর্তেই এযীদ ও ইরাকের শাসনকর্তা ওবায়দুল্লার অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে উঠে জনগণ। ইরাকি জনগণ হুসাইন রা. কে বারংবার ইরাকে আসার জন্য আহ্বান করে। হুসাইন রা. পুনরায় পরিবারসহ সঙ্গী সাথীদেরকে সঙ্গে নিয়ে ইরাকের উদ্দেশ্য রওনা দেন।আর সেই সুযোগে ওবায়দুল্লাহ চার হাজার সৈন্য নিয়ে কারবালা প্রান্তরে হুসাইন রা.কে ঘিরে ফেলে ফোরাত নদীতে যাওয়ার পথ বন্ধ করে দেয়। ছোট্ট ছোট্ট ফুলের মতো নিস্পাপ বাচ্চারা তৃষ্ণার্ত হয়ে একটু জলের জন্য ছটপট করে। হুসাইন রা. এমতাবস্থায় বাধ্য হয়ে ওবায়দুল্লাহর নিকটে প্রস্তাব পাঠালেন - হয় তাঁদের মদিনায় ফিরতে দেওয়া হোক নতুবা এযীদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে দেওয়া হোক। ওবায়দুল্লাহ এই প্রস্তাবে রাজি হননি। শিশুরা শুধু একটু জলের জন্য ছটপট করছে অথচ শত্রুপক্ষ তা শুনতে চাইলো না। হুসাইন রা.৬ মাসের শিশু পুত্র আলী আসগর কে বুকে নিয়ে ফোরাত নদীর দিকে রওনা দেন। কিন্তু পিতার কোলেই আলী আসগর তিথবিদ্ধ হয়ে প্রান হারান। এই অবস্থায় হুসাইন রা.যখন তাঁবুর বাইরে বসে সন্তান শোকে বিহ্বল হয়ে বিলাপ করছিলেন , সেই সময় শত্রুপক্ষের দিক থেকে ছুটে আসা তিরে তিরবিদ্ধ হয়ে শহীদ বরণ করেন। পুরস্কৃত হওয়ার লালসায় এযীদেরই এক সেনানী সীমার,হযরত হুসাইন রা. এর মাথা কেটে বর্শাগ্রে গেঁথে দামাস্কাসের দিকে চলে যায়। তাই আজ ও কারবালা প্রান্তরে একদিকে শোনা যায় হুসাইন রা.ও তাঁর পরিবারের করুন আর্তনাদ ,আর অন্যদিকে শোনা যায় ওবায়দুল্লাহ , সীমার ও এযীদের পৈশাচিক আনন্দ- উল্লাস! আশুরা মানেই কিন্তু কারবালা নয়। আশুরার মর্যাদা ও ঐতিহ্য ইসলাম পূর্ব যুগ থেকেই স্বীকৃত।১০ মুহাররম কারবালার প্রান্তরে হযরত মুহাম্মদ সা.প্রিয় দৌহিত্র তথা হযরত আলী ও ফাতেমার পুত্র হুসাইন রা . এবং তাঁর পরিবারের মর্মান্তিক শাহাদাতের তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা আশুরার সঙ্গে মিলে যাওয়াটা হয়তো অনেকটাই কাকতালীয়। কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে এক শ্রেণির মানুষের শোক পালনের অযৌক্তিক কিংবা ইসলামী বিধান বহির্ভূতভাবে যে আয়োজন করে থাকে , তার জন্য আশুরা ও কারবালার ঘটনা কে অনেকেই এক মনে করে থাকেন। ১০ মুহাররম মাতম মর্সিয়া গাওয়া হয়। মর্সিয়ার অর্থ হলো হুসাইন রা.এর শোকে নিজের শরীরে আঘাত করা এবং জামাকাপড় ছিঁড়ে ফেলা। ইসলাম ধর্মে এটি নিষিদ্ধ। হযরত মুহাম্মদ সা. বলেছেন , 'যে ব্যক্তি (শোকে-দু:খে) চেহারায় চপেটাঘাত করে,জামার বুক ছিঁড়ে ফেলে এবং জাহিলি যুগের মতো হা হুতাশ করে,সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।' দিকে দিকে দেখা যাচ্ছে তাজিয়া, কারবালার অনুকরণে অভিনীত কৃত্রিম যুদ্ধ,ঢাক- ঢোল পিটানো প্রভৃতি , যেগুলো ইসলামী বিধান বহির্ভূত ক্রিয়াকলাপ। এগুলো কি হুসাইন রা.এর আত্মত্যাগের স্মৃতিরোমন্থন ? আমাদেরকে ভুললে চলবে না হুসাইন রা. জীবনাদর্শ কে।সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত কারবালা প্রান্তরে প্রতারিত নির্মম পৈশাচিক নির্যাতনের শিকার হুসাইন রা. কাফেলা তাই চিরস্মরণীয় ও বরণীয়। মুহাররম মাসের ১০ তারিখ আসলেই মুসলিম মিল্লাতের মনের গহীনে ভেসে উঠে হুসাইন রা.ও তাঁর কাফেলার করুন আহাজারি, ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণ বিসর্জনের ছটফটানি! আজ ও কারবালা প্রান্তরে শোনা যায় ফুলের মতো নিস্পাপ ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাদের জলের জন্য অস্ফুট গোঙানী-বেদনাময় কাতরতা।১০ মুহাররম কোনো মহাসমারোহে উৎসাহ উদ্দীপনার অনুষ্ঠান নয় ,এ হলো এক করুন ঘটনারই স্মৃতিরোমন্থন।

প্রথম নজর

স্কুলের ‘স্মরণে কারবালা’ অনুষ্ঠানে ক্যুইজ, বক্তব্য

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বংশীহারি

আপনজন:কারবালার শোকাবহ ঘটনা নিয়ে সারা বিশ্বের মানুষজন বন্ধুবান্ধব বিভিন্নভাবে স্মরণ করেন। উত্তরবঙ্গের অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেস আন-নূর মডেল স্কুলে দুদিন ধরে (১৪-১৫ জুলাই) অন্যান্য অনুষ্ঠানের সঙ্গে পালিত হয়ে গেল ‘স্মরণে কারবালা’ অনুষ্ঠান। কিশোরমতি অনুসন্ধিৎসু মনের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে ইমাম হোসাইনের (রা) শাহাদাত স্মরণে এই অনুষ্ঠান প্রকৃত অর্থেই অর্থবহ করে তুলেছিল। বক্তৃতায় তারা ছিল যেমন সাবলীল তেমনই কুইজ প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারেও তাদের ক্ষিপ্রতা অনেককে অবাক করে দিয়েছে।প্রতিযোগিতার শেষে পুরস্কার প্রদান করতে গিয়ে বিশিষ্ট অতিথি সিকান্দার মন্ডল বলেন আবাসিক বিদ্যালয় সম্পর্কে আমার পূর্ব ধারণা অনেকখানি পরিবর্তিত হয়ে গেছে। বেস আন-নূর মডেল স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের কাজে যে সক্ষমতা ও পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছে, তা সত্যিই খুবই প্রশংসার যোগ্য। আমাদের সামাজিক ভবিষ্যৎ যে এরা অনেক উজ্জ্বল করে তুলবে তা বলাই যেতে পারে। বেস আন-নূর মডেল স্কুলের সম্পাদক খাদেমুল ইসলাম অভিনন্দন জানান ছাত্র-ছাত্রীসহ শিক্ষকদের এবং অনুসন্ধান কলকাতার কর্মকর্তাদের। সঞ্চালনায় ছিলেন শিক্ষক সোহেল ইকবাল, তামিম ইসলাম, আনিসুর রহমান প্রমুখ। উল্লেখ্য, এই দিনই মহরম উপলক্ষে বন্ধ প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অধিকারী বেস আন-নূর মডেল স্কুলের একাদশ বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র শিহাব সুমনকে প্রধান শিক্ষিকা ডঃ স্বাগতা বসাক উপহার সামগ্রী তুলে দেন।

মামুন ন্যাশনাল স্কুলে কবি দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেমারি

আপনজন: সাহিত্য, দর্শন এবং স্বাধীন ভারতের শিক্ষাগত দুর্গে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের অমূল্য অবদানকে স্মরণ করবার প্রয়াসে মামুন ন্যাশনাল স্কুলে সাড়ম্বরে পালিত হল কবি দিবস।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সানাউল্লা মন্ডল, জামালউদ্দিন মোল্লা ,কামাল হোসেন মন্ডল, নুরুল ইসলাম, সেখ আসিফুর রহমান, সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, আব্দুররসিদ, জাহাঙ্গীর সেখ, সরিফুল ইসলাম, সেখ কুতুবুদ্দিন সেখ, আসলাম সেখ, কাজী মঈনুলইসলাম, তৌফিক আহামেদ, ইয়াকুব খান এবং বিদ্যালয়ের প্রমুখ। বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ওস্বনামধন্য বক্তা মরহুম গোলাম আহমেদ মোর্তাজা (রহঃ) প্রতিষ্ঠিত এই স্কুলে প্রায় ছয় শতাধিকছাত্র অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষক সানাউল্লা মন্ডল। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করে বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র সায়ন সেখ ও সৈয়দ আরজাউল হোসেন। অনুষ্ঠান পরিকল্পনায় ছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় এবংকামাল হোসেন মন্ডল।পবিত্র কেরাত পাঠের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সুচনা হয়। এছাড়া কবিতা আবৃত্তি,রবীন্দ্র ও নজরুল গীতি পরিবেশন, গজল পাঠ, অঙ্কন প্রতিযোগিতা, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, বাংলাসাহিত্যের অন্যতম দুই শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলাম সম্পর্কে নানা আলেখ্য, বাংলাসাহিত্য ও সমাজে তাঁদের অবদান সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য অনুষ্ঠানের শোভা বৃদ্ধি করে।বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সানাউল্লা মন্ডল রাবীন্দ্রিক জীবনাদর্শ ও কাব্য প্রতিভা এবংনজরুলের বিদ্রোহী সত্তার জাগরণ বিষয়ে অসামান্য বক্তব্য তুলে ধরেন।অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র স্মৃতিকে স্মরণে রেখে দশম শ্রেণির ছাত্র সেখ শাহাজামাল “ আমার পরাণ যাহা চায় ” এবং একাদশ শ্রেণির ছাত্র শাহনাওয়াজ জুনাইদ করিম “ ফাগুন হাওয়ায়” নামক সংগীত পাঠের মধ্য দিয়ে উপস্থিত সকল ছাত্রদের বিমোহিত করে । এছাড়া নজরুলের “ বিদ্রোহী” কবিতা আবৃত্তি করে নবম শ্রেণির ছাত্র সেখ সামিউল মল্লিক। পরিশেষে বিদ্যালয়ে আগত একাদশ শ্রেণির নবীন ছাত্রদের বরণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

পুলিশের থেকে যুবতী ছিনিয়ে নিল দুষ্কৃতীরা

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

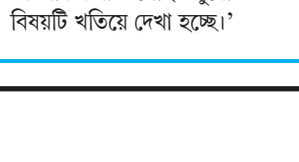

আপনজন: এক যুবতীকে পুলিশের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল দুষ্কৃতীরা। হাসপাতালে শারীরিক পরীক্ষা করতে নিয়ে আসার সময় ওই যুবতীকে নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতকারীরা। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় হাসপাতাল চত্বরে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ।

জানা গিয়েছে, মাসখানেক আগে ঐ যুবতী এক যুবকের সঙ্গে পালিয়ে যায়া পরবর্তীতে এই বিষয়টি নিয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় যুবতীর পরিবারের তরফে। সেই ঘটনায় ওই যুবতী থানায় আত্মসমর্পণ করে। এদিন তপন থানার পুলিশ ওই যুবতীকে শারীরিক পরীক্ষার জন্য বালুরঘাট সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে হাসপাতাল থেকে বেরোনোর সময় অনেকটা সিনেমার মতোই চারটি গাড়িতে করে এসে পুলিশের কাছ থেকে ওই যুবতীকে ছিনিয়ে গাড়ি করে নিয়ে চলে যায় দুষ্কৃতিকারীরা। শুধু তাই নয় প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিমত, ওই যুবতী কে পুলিশের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিজেদের গাড়িতে তোলার সময় কর্তব্য রাতে পুলিশকে মারধরও করেন তাঁরা। অন্যদিকে, খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন ডিএসপি (সদর) বিক্রম প্রসাদ ও বালুরঘাট থানার আইসি শান্তি নাথ পাঁজা। যদিও এখনও পর্যন্ত দুষ্কৃতিকারী ও যুবতীর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বালুরঘাট থানার পুলিশের তরফে। এ বিষয়ে আক্রান্ত পুলিশ অফিসার নিরঞ্জন কুমার পাল জানান, ‘বাধা দিতে গেলে আমাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেয়া হয়। ওরা সংখ্যায় অনেক কয়জন ছিলেন।’

এ বিষয়ে বালুরঘাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সুপার কৃষ্ণেন্দু বিকাশ বাগ বলেন, ‘ঘটনার কথা শুনেছি। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’

রাহুল এখন পরিণত নেতা: অমর্ত্য সেন

আপনজন ডেস্ক: কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধিকে বছর ব্যাপী “উল্লেখযোগ্যভাবে পরিপক্কতা অর্জনকারী” রাজনতিবিদ হিসাবে বর্ণনা করার সঙ্গে সঙ্গে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অমর্ত্য সেন বলেন, নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের বর্তমান সময় তিনি কীভাবে সংসদে বিরোধীদের নেতৃত্ব দেন সেটাই কংগ্রেস নেতা নেতার আসল পরীক্ষা হবে।

রাহুলের ‘ভারত জোড়ো যাত্রা’ তাঁকে শুধু জাতীয় নেতা হিসেবেই গড়ে তোলেনি, দেশের রাজনৈতিক দৃশ্যপটকেও সমৃদ্ধ করেছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। বোলপুরে পৈতৃক বাসভবনে বসে সংবাদ সংস্থার সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে অমর্ত্য সেন বলেন, কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের ছাত্র থাকাকালীন রাহুল জীবনে কী করতে চান, তা নিয়ে স্পষ্ট চিন্তা ছিল না। সেন বলেন, ‘আমার মনে হয় ও (রাহুল) এখন অনেক বেশি পরিণত। ট্রিনিটি কলেজে পড়ার সময় আমি তাকে একজন যুবক হিসাবে জানতাম ... আমি যে কলেজে পড়েছি এবং পরে এর শিক্ষক হয়েছি। তিনি (রাহুল) সেই সময় আমার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন এবং এমন একজন হিসাবে এসেছিলেন যে তিনি ঠিক

কী করতে চায় সে সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা ছিল। তখন রাজনীতি তাঁকে আকৃষ্ট করত বলে মনে হয়নি। ভারতরত্ন প্রাপক বলেন, তরুণ কংগ্রেস নেতা রাজনীতিতে তাঁর প্রথম দিনগুলিতে কিছুটা অসুবিধার মুখোমুখি হতে পারেন, তবে বছরের পর বছর ধরে তিনি বিকশিত হয়েছেন এবং তাঁর সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স “অসাধারণ ভাল” ছিল। তিনি আরও বলেন, তারপরে তিনি (রাহুল) রাজনীতিতে প্রবেশ করেছিলেন এবং আমার মনে হয় প্রাথমিকভাবে তাঁর জায়গা খুঁজে পেতে কিছুটা সমস্যা হয়েছিল। তবে তার সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স বেশ অসাধারণ ভাল হয়েছে এবং আমি এটির খুব প্রশংসা করি। অবশ্যই, আপনি কেবল আপনার গুণাবলীর ভিত্তিতে নির্বাচনে লড়তে পারবেন না, এটি দেশ কেমন তার উপরও নির্ভর করে। রাহুলের মধ্যে তিনি ভারতের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রীকে দেখতে পাচ্ছেন কিনা জানতে চাইলে বিস্মিত সেন বলেন, সেই সম্ভাবনা নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন। আমি এই কথার উত্তর দেব না (হাসি)। মানুষ কীভাবে প্রধানমন্ত্রী হন, তা বলা খুব কঠিন। নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেন হাসতে হাসতে বলেন, যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করতেন যে আমি যখন দিল্লির ছাত্র ছিলাম, তখন আমার সহপাঠীদের মধ্যে কার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে কম, আমি মনমোহন সিংয়ের নাম করতাম। কারণ তিনি রাজনীতিতে আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু তারপর তিনি একজন প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন এবং আমি মনে করি, তিনি একজন চমৎকার প্রধানমন্ত্রী। তাই এসব নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন।

রাহুলের ‘ভারত জোড়ো যাত্রা’র উদ্যোগের কথা উল্লেখ করে তিনি রাজনীতিতে কংগ্রেস নেতার “উচ্চারণের উন্নত দক্ষতার” প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, রাহুল দারুণ কাজ করেছেন। আমি মনে করি এই যাত্রা ভারত এবং তার উভয়ের জন্যই ভাল ছিল। এবং আমি মনে করি তিনি স্পষ্ট করে বলার এই দক্ষতায় অসাধারণ উন্নতি দেখিয়েছেন, বিশেষ করে রাজনীতি সম্পর্কে তার চিন্তাভাবনা, অতীতের চেয়ে অনেক বেশি স্পষ্টভাবে। অমর্ত্য সেন রাহুলের রাজনীতি প্রসঙ্গে আরও বলেন, যখন তিনি ট্রিনিটিতে এসেছিলেন, তখন তিনি সম্ভবত একজন উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ হওয়ার চেষ্টা করছিলেন এবং আমরা তার কী পড়া উচিত ইত্যাদি নিয়ে কথা বলেছিলাম। সেখানে তিনি খুব বাগ্মী ছিলেন, কিন্তু রাজনীতিতে তার আসক্তি ছিল আসলে তা নয়। কিন্তু এখন রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি বেশ স্পষ্টভাষী বলে মন্তব্য করেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ।

খারাপ রাস্তার পিচ-পাথর তুলে ইঞ্জিনিয়ারের পকেটে দিলেন সাংসদ

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: গলসির মনহর সুজাপুর গ্রামে পথশ্রী প্রকল্পে কাজের গাফিলতি নিজের চোখে দেখে পিচমাখা রাস্তার পাথর তুলে জেলার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার এর দুই পকেটে ঢুকিয়ে দিলের বর্ধমান দূর্গাপুর লোকসভার সাংসদ কীর্তি আজাদ। আর এ থেকেই গ্রামবাসীদের করা আন্দোলন যে সঠিক তার প্রমান প্রকাশ্যে এলো। পকেটে পাথর ঢুকিয়ে কড়া ভাষায় সাংসাদ বলেন জেলার এক্সুটিভ ইঞ্জিনিয়ার ও সুপারিন্টেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ারকে দেখাবেন রাস্তার কি অবস্থা। জানতে পারা গেছে, পূর্ব বর্ধমান জেলার গলসি ১ নং ব্লকের মনহর সুজাপুর গ্রামের প্রাইমারী স্কুল থেকে গলিগ্রাম লকগেট প্রযন্ত ২.৯০০ কিমি পিচরাস্তা তৈরী হয়েছিল। প্রকল্পে জেলা পরিষদ তহবিল থেকে ৯৭,৪১,৬২৩ টাকা ব্যায় করা হয়েছিল। সেই রাস্তা তিনমাসের মধ্যে পিচ উঠতে শুরু করায় গ্রামবাসীরা অভিযোগ তুলেছিলেন। সেই খবর সম্প্রচারিত হয়েছিল সংবাদ মাধ্যমে। গ্রামবাসীদের আন্দোলনের খবর দেখে লোকসভার সাংসদের টনক নড়লেও জেলার সরকারি ইঞ্জিনিয়ারদের কোন হেলদোল দেখা যায়নি। এমনকি পুনরায় কিভাবে রাস্তাটি ঠিক করা যায় তারও কোন উদ্যোগ লক্ষ করা যায়নি। পরিদর্শনে এসে সাংসদ কীর্তি আজাদ জানিয়েছেন, আমি টিভির খবর দেখে ও পেপার পরে এসেছি। এসে যা দেখলাম বলার ভাষা নেই, বলতে লজ্জা লাগছে। অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের পকেটে নিচে থেকে পাথর কুড়িয়ে ঢুকিয়ে দিলাম। আর বললাম এগুলো পকেট থেকে বের করে এক্সুটিভ ইঞ্জিনিয়ার ও সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ারকে দেখাবেন। সবথেকে বড় কথা সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার ও এক্সুটিভ ইঞ্জিনিয়ারের এখানে থাকা দরকার ছিল যখন সাংসাদ এই জায়গায় এসেছেন। তাদের না থাকা এটাই বলে যে বিষয়টিতে বড় কিছু ব্যাপার আছে। আর এই কাজে যে ধরনের গন্ডগোল হয়েছে তা নিয়ে আমি জেলা শাসককে একটি শক্ত চিঠি লিখব। আর তাতে এদের সাসপেন্ট বা টারমিনেশনের দাবী রাখবো। এদিকে সাংসদ গ্রামবাসীদের কাছে আসায় খুশি আন্দোলনকারী গ্রামবাসীরা।

আগে নিজের ঘর সামলে পরে সমালোচনা, দলীয় কর্মীদের বার্তা কুনালের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক

আপনজন: আগে ঘর সামলান পরে শুভেন্দু অধিকারীর সমালোচনা করবেন,২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি বৈঠকে ২ লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের হার নিয়ে বিস্ফোরক কুনাল ঘোষ।

লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যজুড়ে তৃণমূল কংগ্রেস ভালো ফল করলেও তমলুক ও কাঁথি আসনে হার হয়েছে রাজ্যের শাসকদলের। এর প্রেক্ষাপটে এবার তা নিয়ে বিস্ফোরক কুনাল ঘোষ।

মঙ্গলবার তমলুকের নিমতৌড়ি স্মৃতি সৌধে ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভায়, এদিন কুনাল বলেন, ২৯টা কেন্দ্রে সবুজ আবির উড়লেও কাঁথি ও তমলুক লোকসভা কেন্দ্রে তা হলো না সেটা আমাদের আফসোস।

শুভেন্দু অধিকারীর সমালোচনা পরে করবো, আগে আমাদের ঘর সামলাতে হবে।

ব্যর্থতা খুঁজতে হবে। যদি সবাই বড় নেতা হন তাহলে কেন জেতা হলো না দুটো আসন। কিসের জন্যই বা দুটো আসন যেতা গেল না।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের সঙ্গে থাকলেও কেন, কেন, কেন, কেন, এই দুটো জেতা সম্ভব হয়নি। বাকি ২৯টা আসনে সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমস্ত প্রকল্প যেমন পেয়েছে কাঁথি তমলুকেওতো একইভাবে পেয়েছে তাহলে এই দুটো সিট কেন জেতা গেল না। কিছু কিছু জায়গায় আমাদের ভুল হয়েছে।

আমি ঠিক না আপনি ঠিক, এই বিচার করতে গিয়ে আমরা খাল কেটে কুমির নিয়ে চলে এসেছি। এই ইগো রাখা যাবে না। একুশে জুলাই জনস্রোত করুন, তারপরে দেখবেন পুরো খোলনলচে পাল্টে ফেলা হয়েছে। একুশে জুলাই এর প্রস্তুতি সভায় এভাবেই আগা গোড়া সংগঠন নিয়ে কড়া বার্তা দিলেন কুনাল ঘোষ।

ম্যাটাডোরের সঙ্গে টোটোর সংঘর্ষে জখম

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: টোটো-ম্যাটাডোর সংঘর্ষে গুরুতর জখম হলেন টোটোচালক শুভঙ্কর নস্কর। গুরুতর জখম টোটো চালক কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আশাঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন।ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার গভীর রাতে ক্যানিং-বারুইপুর রোডের রামধারী আইটিআই কলেজ সংলগ্ন এলাকায়।স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে বারুইপুরের বৃন্দেখালি নস্কর পাড়ার বাসিন্দা পেশায় টোটো চালক শুভঙ্কর নস্কর। সোমবার রাতে ক্যানিংয়ের মাতলা ২ পঞ্চায়েতের থুমকাঠি গ্রামে এক আত্মীয়ের বিয়ে বাড়িতে গিয়েছিলেন। বিয়ে বাড়ি থেকে গভীর রাতে টোটো চালিয়ে বৃন্দেখালি নস্কর পাড়ার বাড়িতে ফিরছিলেন। আইটিআই কলেজ সংলগ্ন ক্যানিং-বারুইপুর রোডের উপর আচমকা একটি ম্যাটাডোরের চলে আসায় মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলে রক্তাক্ত অবস্থায় টোটো চালক রাস্তায় পড়ে যন্ত্রণায় কাৎরাচ্ছিলেন। ম্যাটাডোর চালক জখম টোটো চালককে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করেন ও টোটো চালকের ফোন থেকে তার বাড়িতে ফোন করে দুর্ঘটনার খবর দেন।

ডাকবাংলা জাতীয় সড়কে শুরু ট্রাফিক সিগন্যালিং

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার সামশেরগঞ্জের নতুন ডাকবাংলা জাতীয় সড়কে শুরু হয়ে গেলো ট্রাফিক সিগন্যালিং ব্যবস্থা। লাল-সবুজ- হলুদ বাতি দেখেই এবার পার হতে হবে রাস্তা। মঙ্গলবার দুপুরে সামশেরগঞ্জের ডাকবাংলা সাব ট্রাফিক গার্ড অফিসের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয় ট্রাফিক সিগন্যাল।

সেভ ড্রাইভ সেফ লাইফ কর্মসূচির অংশ হিসেবে এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ফরাক্কার এসডিপিও কৌশিক বসাক, জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার ট্রাফিক ডিএসপি সুকান্ত হাজরা, সার্কেল ইন্সপেক্টর স্বরূপ বিশ্বাস, সামশেরগঞ্জের বিধায়ক আমিরুল ইসলাম, ওসি অভিজিৎ সরকার, যুগ্ম বিডিও তাপস ঘোষ, সাব ট্রাফিক গার্ডের ইনচার্জ শুভঙ্কর চ্যাটার্জি সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। এদিন প্রথমে বরণ করে নেওয়ার পর ট্রাফিক সচেতনতা নিয়ে বার্তা দেওয়া হয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে। ট্রাফিক সিগন্যালিং ব্যবস্থা উদ্বোধনের পর প্রায় ২৫ জন বাইক চালকদের হেলমেট বিতরন করা হয় সামশেরগঞ্জের ডাকবাংলা সাব ট্রাফিক গার্ড অফিসের পক্ষ থেকে। ডাকবাংলার মতো ব্যস্ততম এলাকায় জাতীয় সড়কে চলাচলের ক্ষেত্রে সচেতনতার বার্তা দিতেই অভিনব উদ্যোগে এই ট্রাফিক সিগন্যালিং ব্যবস্থা করলো জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার অন্তর্গত সামশেরগঞ্জ থানা এবং সাব ট্রাফিক গার্ড।

তৃণমূলের প্রস্তুতি সভায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: মঙ্গলবার উঃ ২৪ পরগনা জেলার হাড়োয়া বিধানসভা এলাকার ফলিত বেলিয়াঘাটা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যবস্থাপনায় পৃথক দুটি প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয় আমিনপুর বাজারে। সভায় একুশে জুলাই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ। হাড়োয়া বিধানসভা এলাকা থেকে প্রচুর সংখ্যক গাড়ি একুশে জুলাই ধর্মতলার উদ্দেশ্যে রওনা হবে বলে আশাপ্রকাশ করেন। স্থানীয় ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শম্ভুনাথ ঘোষ বলেন প্রতি বছরের ন্যায় এবারও প্রতিটি বুথ থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক গাড়ি সহ তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা শহীদ তর্পণে কলকাতার রাজপথে হাজির হবে। উক্ত কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মহিলা নেত্রী মনোয়ারা বিবি, ইফতেখার উদ্দিন, অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মেহেদী হাসান, প্রধান রাখি ঘোষ,উপপ্রধান নজিবুর রহমান, সাবিনা খাতুন,রেজাউল করিম,হাফিজুর রহমান,সাহাবুদ্দিন আলি, আব্দুর রউফ, সহিদুল ইসলাম, প্রমুখ।

পরকীয়ায় জড়িত থাকার অভিযোগে যুগলকে গাছে বেঁধে বেধড়ক মারধর

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: চোপড়ার মতোই আরেক ভিডিও ভাইরাল। পরকীয়া সম্পর্কে লিপ্ত যুগলকে গাছে বেঁধে বেধড়ক মারধর। পাশাপাশি জুতোর মালা পড়িয়ে ও মুখে চুনকালি মাখিয়ে পুরো এলাকায় ঘোরানো হয়। ইতিমধ্যেই যার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। অভিযোগের তীর এলাকার মোড়ল মাতব্বরদের বিরুদ্ধে। জানা গেছে, নির্যাতিত মহিলা শুক্রবার পার্শ্ববর্তী এক যুবকের সঙ্গে পরকীয়া করতে গিয়ে ধরা পড়ে। এরপরেই এলাকায় একটি সালিশি সভা করা হয়। সেই সালিশি সভায় যুগলকে ব্যাপক মারধরের পাশাপাশি মুখে চুনকালি মাখিয়ে এবং গলায় জুতোর মালা পরিয়ে গোটা এলাকায় ঘোরানোর কথা ঘোষণা করা হয়। মোড়ল মাতব্বরদের নির্দেশ অনুযায়ী ওই যুগলকে গোটা এলাকায় ঘোরানো হয়। ইতিমধ্যেই ঘটনাই যুক্ত থাকার অভিযোগে মোড়ল মাতবর সহ ১৮ জনকে গ্রেফতার করেছে কালিয়াচক থানার পুলিশ। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল ছড়িয়েছে পুরো এলাকায়।

নির্যাতিতার পরিবারের তরফে মোড়ল মাতব্বরসহ উপস্থিত সকলের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পাশাপাশি যুবকের পরিবারের তরফেও পৃথকভাবে লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে মোড়ল মাতব্বরদের বিরুদ্ধে।

বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস পালিত জ্যোতিষপুরে

মাফরুজা মোল্লা ● বাসন্তী

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনা বাসন্তী ব্লকের জ্যোতিষপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন জয় গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রের উদ্যোগে বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস পালিত হল। আদর্শ মডেল ভিলেজ তৈরি করার জন্য জয় গোপালপুর গ্রামটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে। কমনওয়েলথ অফ লানিং কানাডা সহযোগিতা সংগঠনের পক্ষ থেকে ৮০ জন যুবক যুবতী দের চারটি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। র তরুণ তরুণীদের বেশ কিছু সামগ্রিক তুলে দেওয়া হয়, সংগঠনের পক্ষ থেকে। উপস্থিত ছিলেন বিদেশী সংগঠনের ডিরেক্টর অ্যাঞ্জেলিক,ড:শ্যামল মজুমদার, কারিগরি শিক্ষক অধীনস্থ পার্থ ভৌমিক,জয় গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রর সম্পাদক বিশ্বজিৎ মহাকুড় সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সাংসদ কোটার টাকায় ওটি উত্তরপাড়ার হাসপাতালে

সেখ আবদুল আজিম ● হুগলি

আপনজন: দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসানের পর হুগলি জেলার উত্তরপাড়া মহামায়া হসপিটালে সংসদ তহবিলের ৪২ লক্ষ্য টাকা ব্যয় নির্মিত হল আধুনিক প্রযুক্তিগত এক মডিউল অপারেশন থিয়েটার। এই অপারেশন থিয়েটারের শুভ উদ্বোধন করেন শ্রীরামপুরের চারবারের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এই হসপিটালের ওপর দিন দিন রোগীর চাপ বেড়েই চলেছিল, সাধারণ মানুষ যাতে আরো উন্নত ধরনের চিকিৎসা পায় তার জন্যই এই ব্যবস্থা। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন উত্তরপাড়া পৌরসভার ব্যবস্থাপনায় খুবই স্বল্প ব্যয় এই হসপিটাল সাধারণ মানুষকে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে তারা যাতে আরো উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা দিতে পারে তার তরফ থেকে এই ক্ষুদ্র প্রয়াস মডিউল অপারেশন থিয়েটার, তিনি আরো বলেন এই হসপিটালে এখনো কার্ডিয়লজি বিভাগে চিকিৎসা সেইভাবে করা যাচ্ছে না এই পরিষেবা দেওয়ার জন্য যে অর্থের দরকার তা তিনি ব্যবস্থা করে দেবেন। বর্তমানে এই হসপিটালে সাতটি ডায়ালিসিস শয্যা ও ২৭ টি শয্যা বিশিষ্ট আই সি ইউ রয়েছে। উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়া পৌরসভার পৌর প্রধান দিলীপ যাদব সহ বিশিষ্টরা।

বাঁকুড়ায় স্বাস্থ্য পরিষেবায় ‘জীবন সুরক্ষ’

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে বাঁকুড়ার সাধারণ মানুষের কাছে অন্যতম ভরসার নাম ‘জীবন সুরক্ষা হাসপাতাল’। মঙ্গলবার এই বেসরকারী হাসপাতালে অত্যাধুনিক এম.আর.আই, নিউরো সার্জারি ও ওপেন হার্ট সার্জারি, অ্যাঞ্জিওগ্রাফি সহ অন্যান্য পরিষেবার সূচণা হল। সূচণা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী কৃত্তিবাসানন্দ মহারাজ। জীবন সুরক্ষা হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে, ২০০৫ সালে একটি ভাড়া বাড়িতে মাত্র ২০ টি বেড নিয়ে এই হাসপাতালের পথ চলা শুরু। বর্তমানে বাঁকুড়া-ছাতনা রোডের উপর শহরের কাটজুড়িডাঙ্গা থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে নিজস্ব ২৬০ বেড সহ অত্যানুধিক চিকিৎসা পরিষেবা শুরু হয়েছে। একটি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালের মতোই।

মেসিকে ছাড়াই আর্জেন্টিনায় কোপা জয় উদযাপন

আপনজন ডেস্ক: 'আমরা চ্যাম্পিয়নদের নিয়ে এসেছি' লেখা বিশেষ বিমানটা যখন এজেইজার রানওয়ে স্পর্শ করল, বুয়েনস এইরেসের সময় তখন সোমবার রাত ১০টা। উৎসবের প্রস্তুতি ছিল আগে থেকেই। কোপা আমেরিকার চ্যাম্পিয়নদের বরণ করতে তাই বিমানবন্দরের বাইরে উপস্থিত ছিলেন হাজারো আর্জেন্টাইন সমর্থক।

কোপার ট্রফি হাতে বিমান থেকে সবার আগে বের হলেন আনহেল দি মারিয়া, সঙ্গে কোচ লিওনেল স্কালোনি। অধিনায়ক লিওনেল মেসি যেতে পারেননি দলের সঙ্গে। ফাইনালে ডান অ্যাঙ্কেলে চোট পাওয়া আর্জেন্টাইন অধিনায়কের আপাতত পুনর্বাসন চলবে ফ্লোরিডায়। দলের সঙ্গে যেতে পারেননি কোপার সেরা গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেজও।

ফ্লোরিডায় রয়ে গেছেন হুলিয়ান আলভারেজ, নিকোলাস ওতামেন্দি ও হেরোনিমো রুফি। এই তিনজন আছেন আর্জেন্টিনার অলিম্পিক দলে। ফ্লোরিডা থেকে তাই তাঁরা উড়াল দেবেন প্যারিসে।

বিমান থেকে নেমে ভক্তদের ভালোবাসায় সিক্ত স্কালোনি-দি মারিয়ারা রওনা দেন বুয়েনস এইরেসে আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের ট্রেনিং সেন্টার কাসা দে এজেইজাতে, যেটার বর্তমান নাম 'লিওনেল আন্দ্রেস মেসি স্টেডিয়াম'।

টিম বাসে ওঠার আগে অবশ্য স্কালোনি ও দি মারিয়াদের বেশ কিছুক্ষণ সমর্থকদের সঙ্গে সেলফি তুলতে হয়েছে, দিতে হয়েছে অটোগ্রাফও। আর্জেন্টিনা দল বিমানবন্দর থেকে ট্রেনিং সেন্টারে যাওয়ার পথেও সমর্থকেরা রাস্তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন খেলোয়াড়দের।

লিওনেল মেসি স্টেডিয়ামে পৌঁছার পর সেখানে হয়েছে আরেক দফা উৎসব। উড়েছে কনফেত্তি, পুড়েছে আতশবাজি। এরই মধ্যে পুরো আর্জেন্টিনা দলকে নিজের বাসভবনে নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট হাভিয়ের মিলেই।

দেশে ফিরে সতীর্থদের সঙ্গে উৎসবে যোগ দিতে না পারলেও ইনস্টাগ্রামে কোপা জয় নিয়ে আবেগঘন একাধিক পোস্ট দিয়েছেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক মেসি।

ওয়ার্নারের দরজা বন্ধ করে দিলেন বেইলি

আপনজন ডেস্ক: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলেন ডেভিড ওয়ার্নার। তবে এরপরও আগামী চ্যাম্পিয়নস ট্রফির জন্য ফেরার ইচ্ছার কথা জানিয়েছিলেন ৩৭ বছর বয়সী অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যান।

বাঁহাতি এই ওপেনারের এমন চাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে অস্ট্রেলিয়ার প্রধান নির্বাচক জর্জ বেইলি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, ওয়ার্নার সেই সুযোগ পাচ্ছেন না। তাঁকে অবসর নেওয়া ক্রিকেটার হিসেবেই দেখছেন তাঁরা।

গত জানুয়ারিতে টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় বলেন ওয়ার্নার। সে মাসেই ওয়ানডে ক্রিকেট থেকেও বিদায়ের ঘোষণা দেন। তাঁকে সর্বশেষ ওয়ানডেতে দেখা যায় ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে।

বিদায়ের ঘোষণার সময়ই ওয়ার্নার আবার জানিয়েছিলেন, ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) চাইলে ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে খেলবেন। নয়তো ক্যারিয়ারের বাকি সময় আন্তর্জাতিক ও ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি নিয়েই ব্যস্ত থাকবেন। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলার কয়েক দিন আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে ওয়ার্নার আবারও লেখেন, আগামী বছর ওয়ানডে সংস্করণের চ্যাম্পিয়নস ট্রফির জন্য দলে জায়গা পেলে তিনি খেলবেন।

এরপরই বেইলি নিশ্চিত করেন, জাতীয় দলে আর বিবেচনা করা হবে না ওয়ার্নারকে।

বেইলি ওয়ার্নারকে নিয়ে বলেছেন, 'আমরা ধরে নিচ্ছি, ডেভিড (ওয়ার্নার) অবসর নিয়েছে। তিন সংস্করণেই দুর্দান্ত ক্যারিয়ারের জন্য তার প্রশংসা করা উচিত।

নিশ্চিতভাবেই আমাদের পরিকল্পনা হচ্ছে, সে পাকিস্তানে (চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে) থাকবে না।'

ওয়ার্নার যে ফিরতে পারেন বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন, সেটাকে হালকাভাবেই দেখছেন বেইলি, 'কখন সে মজা করছে, আপনি জানেন না। মনে হয়, সে একটু হইচই ফেলতে চেয়েছে। চমৎকার একটা ক্যারিয়ার তার, এর চেয়ে বেশি কী পাওয়ার আছে।

অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটে তার যা অবদান, সেটা দেখে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা বুঝতে পারব, সে কত বড় কিংবদন্তি ছিল। কিন্তু দলের কথা চিন্তা করে আগামীর যাত্রার জন্য ভিন্ন খেলোয়াড়দের দিকে যাওয়াটাই রোমাঞ্চকর হবে।'

এমবাপ্পেকে ভরা গ্যালারিতে বরণ করে নিল রিয়াল

আপনজন ডেস্ক: সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে টানেলের সিঁড়ি ভেঙে হাত নাড়তে নাড়তে দেখা দিলেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। রিয়াল মাদ্রিদের সাদা জার্সিতে তাঁকে একটু অন্য রকমই লাগছিল। স্বপ্নপূরণের আতিশয্যে ফরাসি তারকা নিজেও সম্ভবত একটু লজ্জা পাচ্ছিলেন। হাসছিলেন মিটিমিটি। সমর্থকদের অবশ্য এত খুঁটিনাটি দেখার সময় কোথায়! টানেলের সিঁড়ি ভাঙার সময়ই গর্জনে ফেটে পড়েছে বার্নাব্যুর গ্যালারি। স্লোগান ধরেছে এমবাপ্পের নামে। কিছুক্ষণ পর এমবাপ্পে যখন মঞ্চে কথা বলার মাঝে 'আলা মাদ্রিদ' বলে উঠলেন, তখন সমর্থকদের গর্জনে কেউ কেউ কানেও হাত দিয়েছেন। আর কেউ কেউ হয়তো ভেবেছেন যাক, স্বপ্ন সত্যি হলো! স্বপ্ন সত্যি হওয়ার ব্যাপারটি দুই পক্ষের জন্যই সত্যি। রিয়ালে যোগ দেওয়া যেমন এমবাপ্পের স্বপ্ন ছিল, তেমনি মাদ্রিদের ক্লাবটিও ২০১৭ সাল থেকে ছুটছিল তাঁর পিছু। প্রায় প্রতি মৌসুমে দলবদলের বাজারে গুঞ্জন উঠেছে, এবার বুঝি পিএসজি ছেড়ে রিয়ালে যাচ্ছেন। কিন্তু ছয় বছর ধরে কোনোভাবেই ব্যাটে-বলে মেলাতে পারেনি দুই পক্ষ। ২০২২ সালে জুনে এমবাপ্পের রিয়ালে যোগ দেওয়া যখন নিশ্চিত মনে হচ্ছিল, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁর হস্তক্ষেপে পিএসজিতে থেকে যেতে রাজি হন তিনি। শেষ পর্যন্ত গত জুনে 'ফ্রি এজেন্ট' হয়ে পড়া এমবাপ্পের সঙ্গে পাঁচ বছরের চুক্তি করে রিয়াল। এরপর অপেক্ষা ছিল আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার। ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ (ইউরো) শেষে আজ সে আনুষ্ঠানিকতাও সারল রিয়াল। বার্নাব্যুতে সমর্থকদের সামনে ঐতিহ্যবাহী ৯ নম্বর জার্সিতে এমবাপ্পেকে নিজেদের খেলোয়াড় হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিল বর্তমান ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নরা। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম আগেই জানিয়েছিল, এমবাপ্পেকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার এই অনুষ্ঠানে বার্নাব্যুর কোনো সিট খালি থাকবে না। ৮০ হাজার আসনের এই স্টেডিয়ামে সিট তো নেই-ই, স্টেডিয়ামের বক্সগুলোও খালি নেই বলে আজ অনুষ্ঠান শুরুর আগে জানিয়েছিল স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম এএস। অন্তত ১০০ সংবাদকর্মীও উপস্থিত ছিলেন এই মহাযজ্ঞে। স্টেডিয়ামের ভেতর মাঠে তৈরি করা হয়েছিল নীল রঙের মঞ্চ। তার ওপরে সারি সারি করে রাখা রিয়ালের চ্যাম্পিয়নস লিগ শিরোপা। দর্শক আসনে এমবাপ্পের মা ফাইজা লামারিকেও চশমার নিচ দিয়ে একবার চোখ মুছতে দেখা গেল। সন্তানের এই অর্জনে আবেগ ভর করেছিল লামারির মনে। আবেগ ভর করেছিল এমবাপ্পের মধ্যেও। রিয়াল সভাপতি ফ্লোরেন্তিনো পেরেজ এমবাপ্পেকে মঞ্চে ডেকে আনার পর সেখানে উপস্থিত ছিলেন রিয়াল ও ফ্রান্সের কিংবদন্তি জিনেদিন জিদান।

ফ্রান্সের এই সময়ের সেরা তারকাকে দলে ভেড়ানোর অনুষ্ঠানে সেই দেশের ইতিহাস-সেরা ফুটবলারকে এর বাইরে রাখার কথা ভাবেনি রিয়াল। আর জিদান তো রিয়ালের 'ঘরেরই মানুষ'। কোচ হিসেবে টানা তিনবার ইউরো-সেরা বানিয়েছেন রিয়ালকে। মঞ্চে কিংবদন্তির সামনে দাঁড়িয়েই মুখে হাসি ফুটিয়ে একটু ধরে আসা গলায় সমর্থকদের প্রতি 'শুভ সকাল' জানান এমবাপ্পে। এরপর বলেছেন, 'স্প্যানিশে কথা বলার চেষ্টা করব।' এমবাপ্পে এরপর নিজের কথা বললেন, 'এখানে আসতে পেরে অবিশ্বাস্য লাগছে। অনেক বছর ধরেই রিয়ালে খেলার স্বপ্ন দেখেছি, আজ সেই স্বপ্ন সত্যি হলো। সুখী লাগছে। রিয়াল সভাপতি ফ্লোরেন্তিনো পেরেজকে ধন্যবাদ। তিনি প্রথম দিন থেকেই আমার ওপর আস্থা রেখেছেন। অনেক কিছুই ঘটেছে...কিন্তু ধন্যবাদ। এখানে আসার জন্য যাঁরা সাহায্য করেছেন, তাঁদেরকেও ধন্যবাদ। (গ্যালারির প্রতি) আমার পরিবারকে দেখছি। মা কাঁদছেন (বলে রিয়ালের ব্যাজে চুমু খান এমবাপ্পে)।' পিএসজিতে সাত মৌসুম কাটানো এমবাপ্পে এরপর রিয়ালে নিজের লক্ষ্য নিয়ে বললেন, 'শৈশব থেকে একটি স্বপ্নই দেখেছি এবং এখানে আসতে পারাটা আমার জন্য অনেক কিছু। এখন আমার সামনে আরেকটি স্বপ্ন। এই ক্লাবের ইতিহাসের অংশ হতে চাই। এই ক্লাব ও ব্যাজের জন্য আমি নিজের জীবন উৎসর্গ করব।' ২৫ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড এরপর একটু থেমে বলে চললেন, 'ফুটবল ইতিহাসে সেরা ক্লাবটির খেলোয়াড় হয়ে নিজের স্বপ্নপূরণ করতে পেরে ভালো লাগছে...এখন সবাই একসঙ্গে বলি ১, ২, ৩, আলা মাদ্রিদ!'

গ্যালারিতে ৮০ হাজার পেরিয়ে যাওয়া সমর্থকের দলও সঙ্গে সঙ্গে 'আলা মাদ্রিদ' বলে সমস্বরে গর্জন করে ওঠেন।

'খ্যাতি ও ক্ষমতা কোহলিকে বদলে দিয়েছে'

আপনজন ডেস্ক: রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি–দুজনই গত দশকের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার। দুজনের মধ্যে তুলনা টানলে আবার কোহলির নামটাই ওপরে রাখতে হয়। সেঞ্চুরি থেকে শুরু করে গড় , স্ট্রাইকরেটে সবকিছুতেই তিনি এগিয়ে। এ তো খেলোয়াড়ি অর্জনের কথা, ব্যক্তি হিসেবে কে কেমন?

ইউটিউবে এক পডকাস্টে ভারতের সাবেক ক্রিকেটার অমিত মিশ্র ব্যক্তি হিসেবে রোহিত-কোহলির পার্থক্য তুলে ধরেছেন। এই লেগ স্পিনার দাবি করেছেন, তারকাখ্যাতি পাওয়ার পর অনেকটাই বদলে গেছেন কোহলি। যেখানে রোহিত আছেন সেই আগের মতোই।

মিশ্র মনে করেন নিজেকে বদলে ফেলার কারণেই দলে কোহলির চেয়ে রোহিতের বন্ধু বেশি। এই লেগ স্পিনার বলেছেন, 'ক্রিকেটার হিসেবে আমি ওকে (কোহলি) অনেক সম্মান করি। তবে কোহলির সঙ্গে আগের মতো এখন আর সম্পর্কটা নেই। কোহলির রোহিতের তুলনায় বন্ধুর সংখ্যা কম কেন? রোহিত-কোহলির আচার-ব্যবহার ভিন্ন।'

মিশ্র সর্বশেষ ভারতের হয়ে খেলেছেন ২০১৭ সালে। তবে এখনো নাকি রোহিত তাঁর সঙ্গে আগের মতোই মজা করেন, 'অনেক বছর ধরেই আমি ভারতীয় দলের অংশ নই। তবে এখনো যদি আইপিএল কিংবা অন্য কোনো ইভেন্টে রোহিতের সঙ্গে দেখা হয়, ও সব সময় মজা করে। রোহিত কী মনে করবে সেটা আমার ভাবতে হয় না। আমি বিরাটের মধ্যে অনেক পরিবর্তন দেখেছি। আমরা প্রায় কথা বলা বন্ধই করে দিয়েছি। আপনার যখন খ্যাতি ও ক্ষমতা থাকে, তখন অনেকে মনে করে তার সঙ্গে নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্যে নিয়ে কথা বলছে।

অবশ্য আমি কোনো দিনই এমনটা করিনি।'

তিনি যোগ করে বলেছেন, 'যখন ওর বয়স ১২-১৪, তখন থেকে ওকে চিনি। ওই সময়ে ওর রাতে সামুসা লাগত, প্রতিরাতে পিৎজা লাগত। আমি যে চিকুকে (কোহলির ডাক নাম) চিনতাম তার সঙ্গে অধিনায়ক বিরাট কোহলির অনেক পার্থক্য আছে।'

এর আগে অনেকটা একই দাবি করেছিলেন ভারতের সাবেক অলরাউন্ডার যুবরাজ সিং।

কোহলির বদলে যাওয়া সম্পর্কে যুবরাজ বলেছিলেন, 'কোহলি ব্যস্ত থাকে, তাই ওকে বিরক্ত করি না। তরুণ বিরাট কোহলির নাম তো ছিল চিকু, আর এখন তো ও বিরাট কোহলি, এখানে অনেক বড় পার্থক্য আছে।'

ইংল্যান্ডকে টানা দুইটি ইউরোর ফাইনালে তোলা কোচ সাউথগেটের পদত্যাগ

আপনজন ডেস্ক: ইউরোর ফাইনালে হারের দুই দিন পর ইংল্যান্ডের কোচ পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন গ্যারেথ সাউথগেট। এই পদে ৮ বছর মেয়াদে তাঁর অধীনে ১০২ ম্যাচ (৬১ জয়, ২৪ ড্র ও ১৭ হার) খেলেছে ইংল্যান্ড। চারটি বড় টুর্নামেন্টে ইংল্যান্ড খেলেছে তাঁর অধীনে।

২০১৮ বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল, ২০২২ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার পাশাপাশি ইংল্যান্ডকে টানা দুবার ইউরোর ফাইনালেও তুলেছেন সাউথগেট। ১৯৬৬ বিশ্বকাপে স্যার আলফ রামসির পর দ্বিতীয় কোচ হিসেবে ইংল্যান্ডকে বড় কোনো টুর্নামেন্টের ফাইনালেও তুলেছিলেন সাউথগেট। কিন্তু রোববার বার্লিনে অনুষ্ঠিত ফাইনালে স্পেনের বিপক্ষে ২-১ গোলের হারে ৫৮ বছরের শিরোপাখরা কাটাতে পারেনি ইংল্যান্ড।

কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর বিবৃতিতে সাউথগেট বলেছেন, 'এখন নতুন একটি অধ্যায়ের জন্য পরিবর্তনের সময়। বার্লিনে স্পেনের বিপক্ষে রোববারের ফাইনালটি ছিল ইংল্যান্ড কোচ হিসেবে আমার শেষ ম্যাচ।' ৫৩ বছর বয়সী এই কোচ বিবৃতিতে আরও বলেছেন, 'একজন গর্বিত ইংরেজ হিসেবে ইংল্যান্ডের হয়ে খেলা এবং ইংল্যান্ডের কোচ হওয়া আমার জন্য সারা জীবনের সম্মান। এটা ছিল আমার কাছে সবকিছু। আমিও সর্বস্ব নিংড়ে দিয়েছি।'

চলতি বছরের শেষ দিকে ইংল্যান্ডের সঙ্গে সাউথগেটের বর্তমান চুক্তির মেয়াদ শেষ হতো। ইংল্যান্ডের হয়ে ৫৭ ম্যাচ খেলা সাবেক এই ডিফেন্ডার ২০১৬ সালে যখন 'থ্রি লায়নস'দের কোচের দায়িত্ব নেন তখন জাতীয় দল খুব একটা ভালো অবস্থানে ছিল না। সাউথগেট কোচের দায়িত্ব নেওয়ার আগে ইংল্যান্ড তাদের ফুটবল ইতিহাসে তিনটি বড় টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে খেলেছে এবং '৬৬ বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। কিন্তু সাউথগেট কোচ হয়ে আসার পর এই ৮ বছরে ইংল্যান্ড দুটি বিশ্বকাপে অন্তত শেষ আটে উঠেছে এবং দুবার ইউরোর শিরোপা লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছে।

তবে এবার ইউরোর শুরু থেকেই চাপে ছিলেন সাউথগেট। আক্রমণভাগ থেকে সেরাটা বের করে আনতে পারছেন না, এমন সমালোচনা ছিল। গ্রুপ পর্বে স্লোভেনিয়ার বিপক্ষে গোলশূন্য ড্রয়ের পর তাঁর প্রতি প্লাস্টিকের কাপ ছুড়ে মেরেছিলেন সমর্থকেরা। ইংল্যান্ড ফাইনালে ওঠার পর সমালোচনা কমেছে। ইংল্যান্ডকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিবৃতিতে সাউথগেট বলেছেন, 'আমাদের সমর্থক বিশ্বের সেরা। তাদের সমর্থন আমার কাছে সবকিছু। আমি সব সময় ইংল্যান্ডের সমর্থকই থাকব। আশা করছি, খেলোয়াড়েরা আরও দারুণ সব স্মৃতির জন্ম দিয়ে জাতিকে উদ্দীপ্ত করবে যেটা তারা পারে। সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ ইংল্যান্ড।'

লারার চোখে টেন্ডুলকার ও তাঁর চেয়েও প্রতিভাধর ছিলেন যে ব্যাটসম্যান

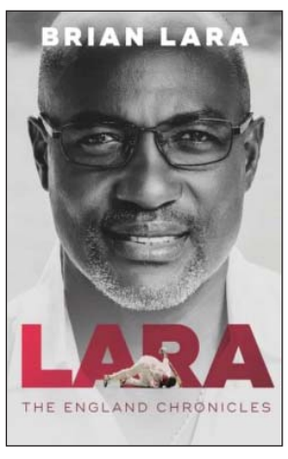

আপনজন ডেস্ক: ব্রায়ান লারা না শচীন টেন্ডুলকার, কে সেরা? একটা সময় এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে দুই ভাগ হয়ে যেত ক্রিকেট-বিশ্ব। ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুই ব্যাটসম্যানকে সেরা প্রমাণ করতে যুক্তির অভাব হতো না তাঁদের ভক্তদের। দুজনের মধ্যে কে ভালো ব্যাটসম্যান, সেই প্রশ্নের মীমাংসা না হলেও দুজনই যে সর্বকালের সেরা ব্যাটসম্যানদের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকবেন, সেটি নিয়ে একমত বেশির ভাগ ক্রিকেট-ভক্তই। পরিসংখ্যানও কথা বলে তাঁদের পক্ষে। টেন্ডুলকার টেস্ট (১৫৯২১) ও ওয়ানডেতে (১৮৪২৬) সবচেয়ে বেশি রানের মালিক। অন্যদিকে লারার দখলে টেস্ট (৪০০) ও প্রথম শ্রেণির (৫০১) ক্রিকেটে সর্বোচ্চ ইনিংসের রেকর্ড। পরস্পর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও লারা ও টেন্ডুলকার একে ওপরের গুণমুগ্ধও ছিলেন। তাঁদের সময়ে লারা-টেন্ডুলকারই যে অন্য সবার চেয়ে এগিয়ে ছিলেন, তা নিয়ে কোনোই দ্বিমত ছিল না।

তবে লারা নিজের লেখা নতুন বইয়ে তাঁর সময়ের সবচেয়ে প্রতিভাধর ব্যাটসম্যান হিসেবে লিখেছেন তৃতীয় আরেকজনের নাম। সেই ব্যাটসম্যানের নাম কার্ল হুপার। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাবেক অধিনায়ককে কেন সেরা মনে করেন, সেই ব্যাখ্যাও নিজের লেখা বই 'লারা দ্য ইংল্যান্ড ক্রনিকলস'-এ দিয়েছেন লারা। ১৯৯১ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইংল্যান্ড সফর নিয়েই বইটি লিখেছেন লারা। বইয়ে লারা লিখেছেন, 'কার্ল (হুপার) যে আমার দেখা অন্যতম সেরা, সেটি বলতে খুব বেশি ভাবতে হয় না। প্রতিভার বিচারে টেন্ডুলকার ও আমি তাঁর ধারেকাছেও ছিলাম না। অধিনায়ক হিসেবে তাঁর পারফরম্যান্স এবং দলের একজন সাধারণ খেলোয়াড় হিসেবে তাঁর পরিসংখ্যানে অনেক পার্থক্য। অধিনায়ক হিসেবে তাঁর গড় প্রায় ৫০, এতে এটাই প্রমাণিত হয়, তিনি দায়িত্ব নিয়ে খেলতে পছন্দ করতেন। এটা খুবই দুঃখজনক যে শুধু অধিনায়ক হিসেবেই তিনি নিজের সেরাটা দিয়েছেন।'

তিনি (হুপার) কত প্রতিভাধর ছিলেন, কতটা ভালো ছিলেন, তা তিনি নিজেও বুঝতে পারেননি। মানুষ জিজ্ঞাসা করে, কেন তিনি প্রতিভার সদ্ব্যবহার করতে পারলেন না। আপনারও জানেন, এর পেছনে বোধগম্য কোনো কারণ নেই। ১৯৯১ সালে ইংল্যান্ড সফরের লর্ডস টেস্টে হুপারের ব্যাটিং চোখে লেগে থাকার কথা বলেন লারা, 'লর্ডসের সেই টেস্টের কথা মনে হলে এখনো কার্ল হুপারের কী ক্লাস দেখতে পাই। কী এক খেলোয়াড়ই না ছিলেন তিনি। তাঁর ব্যাটিং এতটাই সহজাত ছিল যে আমরা তা দেখে হাঁ হয়ে যেতাম। সিনিয়র খেলোয়াড়সহ সবাই। ভাবতে পারেন, কার্ল যখন ব্যাট করতে যেতেন (ডেসমন্ড) হেইন্স, (ভিভ) রিচার্ডস, (গর্ডন) গ্রিনিজরা তা উপভোগ করতেন! সবকিছু থামিয়ে এই মানুষগুলো তখন কার্লের ব্যাটিং দেখতেন।'

ইউরোর সেরা একাদশে স্পেনের দাপট

আপনজন ডেস্ক: ইউরো ২০২৪-এর সেরা একাদশ ঘোষণা করেছে ইউরোপিয়ান ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা (উয়েফা)। এবারের ইউরোতে ২৪টি দল অংশ নিলেও উয়েফার টেকনিকাল পর্যবেক্ষক দলের নির্বাচিত একাদশে জায়গা পেয়েছে ৫টি দলের খেলোয়াড়েরা। যেখানে চ্যাম্পিয়ন স্পেন থেকে সর্বোচ্চ ৬ খেলোয়াড় সেরা একাদশে জায়গা পেয়েছেন। উয়েফার সেরা একাদশে সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নেওয়া ফ্রান্স থেকে জায়গা পেয়েছেন ২ জন এবং একজন করে খেলোয়াড় সুযোগ পেয়েছেন ইংল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড এবং জার্মানির দল থেকে। উয়েফার বিবৃতিতে বলা হয়, সেরা একাদশ নির্বাচনে খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের পাশাপাশি দলের খেলায় প্রভাবও বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**